ব্যাঙ্কিং রিপোর্টের কলা-কৌশল

শাহীন হাওলাদার

ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪৩০ জানুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
প্রণব রায়

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : জাকির হোসেন

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Banking Reporter Kola-Qoushal by **Shahin Howlader**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : Januray 2024

Price : 300.00
US $ 10

ISBN 978 984 98362 0 9

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪
https://www.prothoma.com/publisher/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

উৎসর্গ

ড. সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ
ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

শত ব্যস্ততার পরেও আমার প্রকাশিত অধিকাংশ প্রতিবেদন বিশেষ করে ব্যাংকিং ও বিমা খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি, এ খাতের উন্নয়নে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। তার অধিকাংশ কৃতিত্ব এই দুই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির। অর্থনীতি বিশ্লেষক হিসেবে প্রতিভাবান এই দুই গুণী মানুষকে প্রতিবেদনের প্রয়োজনে কতবার ডিস্টার্ব করেছি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁরা অধিকাংশ সময়েই আমার প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোতে মতামত দিতে একটিবারের জন্যও কুণ্ঠাবোধ করেননি। সেই দুজন পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতি রইল আমার দোয়া ও ভালোবাসা।

প্রকাশকের কথা

লেখালেখির আগ্রহ, ধৈর্য ও চেষ্টা থাকলে একজন সাংবাদিক পেশাগত কাজে দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন শাহীন হাওলাদার তার অনন্য উদাহরণ। সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে ব্যাংক-বিমা কোম্পানির নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা সত্যিই দুরূহ ব্যপার। কোম্পানির ডাটা বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নানা প্রতিবেদন প্রকাশ করে তিনি তাঁর পেশাগত দক্ষতার পরিচয় বহন করেছেন। সংবাদের ফেরি করতে করতে নেশার মতো বুঁদ হয়ে উদ্‌যাপিত শখই আজ শাহীন হাওলাদারের পেশা।

একজন অর্থনৈতিক সাংবাদিক হিসেবে পাঠকের মাঝে বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিবেদন প্রকাশ করাই হচ্ছে তার মূল দায়িত্ব। আর গ্রাহকদের এসব নানা ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সেবা, অনিয়ম-দুর্নীতি কিংবা প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা সাংবাদিকদের প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমেই জানতে পারি। ব্যাংক-বিমা ব্যবসায়ের নানা খবরাখবর তুলে আনেন তার কলমের আঁচড়ে। এই কঠিন কাজটি করে থাকেন মিডিয়া কর্মীরা। শাহীন হাওলাদার তাদেরই অন্যতম।

‘ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল’ শাহীন হাওলাদারের প্রথম বই। তার ব্যাংক-বিমা রিপোর্টিংয়ের মিশেল কলা-কৌশল এই বইয়ের পাতায় পাতায় সাজিয়েছেন খুব সুন্দরভাবে। সাংবাদিকতা পেশায় যারা কাজ করতে চান তাদের জন্য রয়েছে যথোপযুক্ত নির্দেশনা।

আমাদের বিশ্বাস, **‘ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল’** বইটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে। পাঠক নন্দিত হবে।

প্রকাশক
অনিন্দ্য প্রকাশ

লেখকের কথা

২০০৬ সালে নিজের জন্মস্থান ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার থেকেই শুরু হয় আমার সাংবাদিকতা। এলাকার প্রান্তিক মানুষের সমস্যা-সংকট আর দুর্ভোগের কথা লিখতে থাকি দৈনিক বরিশাল বার্তা পত্রিকায়। তখন প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্য-প্রযুক্তির এতো বিকাশ ছিল না। হাতে লিখে ফ্যাক্স করতাম অথবা কুরিয়ারে লেখা পাঠাতাম পত্রিকা অফিসে। সেইসব লেখার সংশ্লিষ্ট ছবিসহ তা ফিচার আকারে নিজ নামে ছাপা হতো ‘বরিশাল বার্তা’ পত্রিকায়। এরপর বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং কয়েক বছর নিজ জেলায় রিপোর্টিং করার পর পড়াশোনার জন্য রাজধানী ঢাকায় যাই এবং সেখানে গিয়ে আবার সাংবাদিকতা শুরু করি। হিসাব বিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করার পর একটি অনলাইন পত্রিকায় নিয়োগ লাভের পর শুরু হয় আমার পেশাদার সাংবাদিকতা। মাঝখানে পরিবারের চাপে ব্যবসায় ও একটি ডেভেলপার কোম্পানিতে যোগ দিলেও সাময়িক সময় পর আবার সাংবাদিকতা পেশায় চলে আসি। আমি রাজধানী ঢাকাতে বেশ কয়েকটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কাজ করি। বিশেষভাবে দৈনিক সময়ের আলো ও ইংরেজি দৈনিক দ্যা বিজনেস পোস্ট পত্রিকায় ব্যাংক-বিমা খাতের সংবাদ সবচেয়ে বেশি প্রকাশ হয়েছে। ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলো ব্যবসায় করার নামে গ্রাহকদের নানা হয়রানি প্রতিরোধে এসব প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রতিবেদনের পাশাপাশি কোম্পানির ডাটা বিশ্লেষণ করে নানা প্রতিবেদন প্রকাশ করে ডাটা সাংবাদিকতার উপরই এখন আমার ধ্যান ও জ্ঞান। তাই পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে ডায়েরির পাতায় জমে থাকা ডাটা বিশ্লেষণ করে কীভাবে ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তাই দেখানোর চেষ্টা করেছি। বইটি প্রকাশের জন্য অনিন্দ্য প্রকাশের আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকলে বইটি আলোর মুখ দেখতো কি না সন্দেহ।

বইটি অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পেশায় আগ্রহীদের ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শাহীন হাওলাদার
ঢাকা
০৩.০২.২০২৩

মুখবন্ধ

বর্তমানে অর্থনীতির মধ্যেই অনেকগুলো বিট। একজন রিপোর্টারকেই অর্থনীতির সব ধরনের নিউজ করতে হয়। আমরা যখন পত্রিকার পাতায় সাংবাদিকদের প্রকাশিত নানা অর্থনৈতিক সংবাদ পাঠক হিসেবে পড়ি তখন উপলব্ধি হয়, সাংবাদিকদের অর্থনীতি সংবাদ প্রকাশে আরও বেশি ধারণা থাকা জরুরি। ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরিতেও একজন সাংবাদিকের ব্যাংকিংয়ের নানা সূচক সম্পর্কে জানাশোনার কিছু ঘাটতি রয়েছে।

ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি বাড়ানোর প্রতি অনেক মনোযোগ দিতে হবে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা আগে বুঝতে হবে। ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি যত বাড়বে, তত ভালো হবে রিপোর্টের মান। একজন অর্থনৈতিক রিপোর্টারে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মান বাড়াতে সব ধরনের পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে হবে। অর্থনীতি বিষয়ক সাংবাদিকতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেক বই থাকা প্রয়োজন। যেটা আমাদের দেশে নেই বললেই চলে।

"ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল" শাহীন হাওলাদারের প্রথম বই। এ বইয়ের প্রতিটি পাতায় ব্যাংকিং প্রতিবেদনের নানা কৌশল সম্পর্কে যথোপযুক্ত নির্দেশনা রয়েছে। সাংবাদিকতা পেশায় যারা কাজ করতে চান তাদের জন্য রয়েছে যথোপযুক্ত নির্দেশনা।

আমার বিশ্বাস, 'ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল' বইটি ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে পাশাপাশি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

(ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ)
সাবেক গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

মুখবন্ধ

বর্তমানে অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা অনেক দূর এগিয়েছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে এক্সেস টু ইনফরমেশন অনেক বেড়েছে। ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদির কারণে রিপোর্টারদের সক্ষমতা বেড়েছে। অন্যদিকে গণমাধ্যমের মালিক ও সম্পাদকদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও এসেছে বড়ো রকমের পরিবর্তন। তারা অর্থনৈতিক রিপোর্টের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছেন। একটা সময় ছিল পলিটিক্যাল নিউজ গণমাধ্যমকে ডমিনেট করত। এখন অর্থনৈতিক নিউজ অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নিউজের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। শুধু তাই নয়, বর্তমানে অর্থনীতি বিষয়ক একাধিক দৈনিক পত্রিকা সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এটি কিন্তু অর্থনৈতিক সাংবাদিকতার অগ্রগতির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ।

আমরা জানি অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক বোঝা একজন অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের নৈতিক দায়িত্ব। ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির ডাটা বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতির প্রতিবেদন প্রকাশ করে শাহীন হাওলাদার ইতোমধ্যে তাঁর পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় বহন করেছেন।

'ব্যাংকিং রিপোর্টের কলা-কৌশল' শাহীন হাওলাদারের প্রথম বই। এ বইটির প্রতিটি পাতায় রয়েছে ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরির নানা নির্দেশনা। একজন রিপোর্টারের কভিাবে ডাটা সংগ্রহ করে ব্যাংকিং প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তিনি এ বইটির প্রতিটি পাতায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমার বিশ্বাস অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা করতে যারা আগ্রহী তারা এ বইটির মাধ্যমে ব্যাংকিং রিপোর্টের অনেক কৌশল জানতে পারবেন।

(ড. আতিউর রহমান)
সাবেক গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

সূচিপত্র

প্রতিবেদন বা রিপোর্ট কী? সংবাদপত্রে প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায়? ১৩
ব্যাংকের ডাটা বা তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করবেন? ১৩
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির কৌশল ১৫
রেমিট্যান্স নিয়ে রিপোর্ট কীভাবে তৈরি করবেন? ১৬
মনিটারি পলিসি বা মুদ্রানীতি নিয়ে কী প্রতিবেদন হতে পারে? ২০
ব্যাংকের তারল্য সংকটের প্রতিবেদন তৈরির কৌশল ২৩
ফরেন ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির কৌশল ২৫
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা সার্কুলার নিয়ে প্রতিবেদন কীভাবে লিখবেন? ২৬
খেলাপি ঋণের ডাটা দিয়ে কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করবেন? ৩০
মুলধন ঘাটতি ও প্রভিশন ঘাটতির রিপোর্ট কীভাবে লেখবেন? ৩৭
মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির নিয়ম ৪২
সরকারের ব্যাংক ঋণের প্রতিবেদন কীভাবে লিখবেন? ৪৫
ব্যাংকের আমানত নিয়ে রিপোর্ট ৪৬
তদন্ত প্রতিবেদন দিয়ে কীভাবে সংবাদপত্রে রিপোর্ট তৈরি করবেন? ৪৮
ইসলামি ব্যাংকিং নিয়ে প্রতিবেদন কীভাবে করবেন? ৫১
একটি ব্যাংক নিয়ে কী কী রিপোর্ট হতে পারে? ৫৪
স্বর্ণের মজুদ কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে কীভাবে রিপোর্ট তৈরি করবেন? ৫৬
সাক্ষাৎকার কীভাবে প্রকাশ করা যায়? ৫৮
সালতামামি নিয়ে রিপোর্ট লেখার নিয়ম? ৬১
আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন কিংবা প্রোগ্রাম কাভার কীভাবে করবেন? ৬১

- **প্রতিবেদন বা রিপোর্ট কী? সংবাদপত্রে প্রতিবেদন বলতে কি বুঝায়?**

প্রতিবেদন বলতে আমরা বুঝি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য অনুসন্ধানভিত্তিক বিবরণী তৈরি করা। প্রতিবেদন শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে রিপোর্ট। সংবাদপত্রে বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য যে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় তাকে সংবাদ প্রতিবেদন বলা হয়ে থাকে। আর যিনি এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেন বা রচনা করেন তাকে বলা হয়ে থাকে প্রতিবেদক।

একজন প্রতিবেদক এর কাজ বা দায়িত্ব হচ্ছে কোনো ঘটনার তথ্য বা বক্তব্য সম্পর্কে সকল তথ্য উপাত্ত, সিদ্ধান্ত, ফলাফল ইত্যাদি খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করে একটি বিবরণী তৈরি করা যেটি হলো প্রতিবেদন। আর সেই প্রতিবেদন তৈরি করার পর কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা কোনো কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করা। মূলত যেকোনো সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যমে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উপযোগী তথ্যসমূহ খুবই সহজ এবং সরল ভাষায় সংবাদ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়। সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি মেনে সহজ এবং সরল ভাষায় সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে বিষয়টি সম্পর্কে পাঠককে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিবেদন হলো এমন কয়েকটি সুসংগঠিত তথ্যগত বিবৃতি, যা কোনো বক্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আপনাকে বলবে কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সঠিক বর্ণনা হবে। একটি প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সর্তকতা, বিচক্ষণতা, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, গবেষণা এবং বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে হয়। প্রতিবেদনের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সত্যনিষ্ঠ তথ্য দ্বারা সুসজ্জিত করে পুনরায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। সাংবাদিকতা করতে হলে সংবাদ প্রতিবেদন লেখার নিয়মগুলি আপনাকে জানতে হবে।

- **ব্যাংকের ডাটা বা তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করবেন?**

ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গোপনীয়তা রক্ষা করা। সুতরাং ব্যাংক ও গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষা করাই হচ্ছে একজন ব্যাংকারের দায়িত্ব। কিন্তু একজন রিপোর্টার হিসেবে আপনাকে অবশ্যই ব্যাংকের নানা শর্ত মেনেই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে কোনো সেক্টরেই সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহ করা খুব কঠিন। তার মধ্যে যদি ব্যাংক ও আর্থিক সেক্টরে হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আমার অভিজ্ঞতা

থেকে প্রথমেই বলব একজন রিপোর্টারের মূল দায়িত্ব হলো সোর্স মেইনটেইন করা। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যার যত বেশি সোর্স তার তত বেশি ক্রেডিট। কেননা পত্রিকায় ব্রেকিং দিতে হলে আপনাকে সোর্স মেইনটেইন করতেই হবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক ডাটাই প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। কিন্তু ওয়েবসাইটে প্রকাশ হওয়ার আগেও অনেক ডাটাই আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে। তবে কিছু ডাটা খুবই গোপনীয়। যেমন– খেলাপি ঋণের তথ্য, মূলধন ঘাটতি কিংবা প্রভিশন ঘাটতি। এমন অনেক ডাটা সংগ্রহ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। প্রাথমিকভাবে আপনার এসব নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের পেছনে না ছুটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইট ভালো করে দেখবেন। ওয়েবসাইটে অনেক ডাটা প্রকাশ হয়। এসব ডাটা বিশ্লেষণ করে আপনি ধরে ধরে অনেক নিউজ করতে পারবেন। কোন মাসে কোন ডাটা প্রকাশ হবে তার তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছ থেকে নিবেন। অপরদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কিছু বিভাগ রয়েছে যেমন ব্যাংকিং প্রবৃদ্ধি ও নীতি বিভাগ (বিআরপিডি), বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিস, ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ এগুলোতে নিউজের খনি পাবেন। এসব ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যার যত বেশি সুসম্পর্ক সে তত বেশি নিউজ করার ক্ষমতা রাখেন। আবার অধিকাংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করেও নানা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারবেন। যেকোনো ডাটা না বুঝলে পরিসংখ্যান বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে অনুমতি নিয়ে বুঝতে চাইবেন। আবার অধিকাংশ ডাটা যেগুলো প্রকাশ হওয়ার মতো সেসব ডাটা কোথায় কোন বিভাগে পাওয়া যায় তা পরিসংখ্যান বিভাগে গিয়ে জানবেন। কোনো পুরোনো ডাটা লাগলে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইটে না পাওয়া যায় তা পরিসংখ্যান বিভাগে পাবেন। মনে রাখবেন কোনো তথ্য প্রকাশ করলে যদি ঐ ব্যাংকের ওপর প্রভাব পড়ে তাহলে এসব তথ্য পাওয়া খুবই দুস্কর। ব্যাংকাররা বাধ্য নয় আপনাকে তথ্য প্রধান করতে। এক্ষেত্রে ব্যাংকিং সাংবাদিকতা করতে হলে এসব তথ্য সংগ্রহে আপনাকে নানা কৌশলী হতে হবে। অপরদিকে ব্যাংকগুলো তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাকিং পরিদর্শন বিভাগ রয়েছে। এসব বিভাগে ব্যাংকগুলো ইন্সপেকশন করে বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করে। এসব প্রতিবেদন সংগ্রহ করা আরও বেশি দুরূহ ব্যাপার। এসব তদন্ত প্রতিবেদনগুলো দিয়ে ব্যাংকের নানা অনিয়ম ও

দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং তদন্ত প্রতিবেদনসহ ব্যাংকের নানা অনিয়মের তথ্য সংগ্রহ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে এসব বিভাগে সোর্স মেইনটেইন করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাশাপাশি দেশের কার্যরত সব ব্যাংকের পিয়ন থেকে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাই আপনার নিউজের সোর্স। সুতরাং ব্যাংকের তথ্য পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই নানা কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ব্যাংকের কোন কোন বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন হতে পারে এবং এসব প্রতিবেদন তৈরিতে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির কৌশল :**

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম সূচক দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। বৈদেশিক লেনদেনে রিজার্ভের পরিমাণ বাড়া কিংবা কমানোর পরিমাণই পাঠকের মাঝে তুলে ধরতে হয়। কেননা যেকোনো দেশের উন্নতি-অবনতি, ভালো-মন্দ বিচারের জন্য অনেক সময় রিজার্ভের পরিমাণের ওপরই হয় এমনটাই পাঠক মনে করে। তবে প্রবাসীরা দেশে প্রচুর পরিমাণে রেমিট্যান্স পাঠালে বা একই সঙ্গে বিদেশি ঋণ ও অনুদান আসলে কিংবা আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ার ফলে দেশের রিজার্ভের পরিমাণ বাড়তে পারে। আবার আমদানি ব্যয় পরিশোধ করতে গিয়ে রফতানি আয় বাড়ানো সম্ভব না হলে রিজার্ভের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা যায় না। পাঠকের মাঝে রিজার্ভের তথ্য তুলে ধরতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাটা বিশ্লেষণ করে আমরা প্রতিবেদন তৈরি করে থাকি। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর প্রায় এক দশক বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়নের (রিজার্ভ) কোনো তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নেই। হয়তো ওই সময়ে পণ্য রপ্তানি থেকে তেমন কোনো আয় দেশে আসেনি। রেমিটেন্সও আসা শুরু হয়নি; বিদেশি ঋণ-সহায়তাও মেলেনি। তাই রিজার্ভে কোনো বিদেশি মুদ্রার মজুদও ছিল না। আমার জানামতে চল্লিশ বছর আগে ১৯৮১-৮২ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ ছিল মাত্র ১২ কোটি ১০ লাখ ডলার। এরপর থেকে আপনি বিভিন্ন সাল তুলনা কিংবা মাসিক, প্রান্তিক, কিংবা বিভিন্ন সাল ধরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাটা বিশ্লেষণ করে রিজার্ভের প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। রিজার্ভ ইস্যু নিয়ে করা প্রতিবেদনগুলো দেখলে কীভাবে রিজার্ভের প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তা দেখে নিতে পারেন। নিম্নে রিজার্ভের প্রতিবেদন উল্লেখ করা হলো :

- **রেমিট্যান্স নিয়ে রিপোর্ট কীভাবে তৈরি করবেন?**

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সই ছিল দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের ইতিহাসে বারবার রেকর্ড ভেঙেছে। সংকটের মুহূর্তে মহামারির মধ্যে বিগত মাসগুলোতে পাঠানো রেমিট্যান্স অতীতের সব রেকর্ড ভেঙেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখে মাসিক, প্রান্তিক কিংবা বছরজুড়ে কী পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, তার ডাটা দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। মনে রাখবেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমন অনেক ডাটা রয়েছে যা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক এসব ডাটাগুলো আপনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে চাইলে সবার আগেই ব্রেকিং দিতে পারবেন। অনেক সময় অনেক রিপোর্টাররা রেমিট্যান্সের ডাটা ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ হওয়ার আগেই পেয়ে পত্রিকায় প্রতিবেদন তৈরি করতে থাকেন। নিম্নে রেমিট্যান্সের কয়টা প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রদত্ত হলো যা দেখে আপনি অনায়াসেই রেমিট্যান্সের উপর নানা প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন ডাটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এবং নিয়মিত অর্থনীতির নানা বিষয় আপনার নখদর্পণে থাকলে যেকোনো ডাটার প্রতিবেদন বিভিন্নভাবে তৈরি করতে পারবেন। যেমনটা আমার রেমিট্যান্স এর উপর একটা প্রতিবেদন দেখলেই কিছুটা ধারণা পাবেন।

Remittance hits record low of $1.87b in July

Shahin Howlader

Remittance inflows reached a record low of $1.87 billion in the first month of the new fiscal year 2021-22, which is 27.79 per cent lower than the same month of the previous financial year.

Migrants had sent $ 2.59 billion remittance in July of the last financial year (FY-2020-21)

"As many countries enforced lockdowns during the third wave of Covid-19 pandemic, the income of the migrant workers witnessed a decline," said former governor of Bangladesh Bank Saleh Uddin Ahmend while talking to The Business Post.

In this regard, he further explained that apart from their regular income decline, the migrant workers' savings were also shortened abruptly at the time of their no job during the lockdown and that's why the amount of remittance also witnessed a slower trend.

He, however, opined that the overall situation could be further ascertained only after observing the future remittance inflow in the coming month.

According to the central bank, remittances through state-owned banks reached $431.6 million in July. Remittances worth $32.25 million have come through two specialised banks.

Besides, remittances of $1.40 billion came through private banks and $6.18 million through foreign banks.

As always, most of the remittances have been drawn through private Islamic banks. These banks have revived remittances of $ 550.30 million.

Besides, remittance of $229.11 million has come through Dutch-Bangla Bank. Remittances of $194.8 million were collected through Agrani Bank, $117.49 million through Sonali Bank and $59.29 million through Janata Bank.

From FY'19, the government is giving incentives at the rate of two percent on remittances sent by expatriates. In other words, if an expatriate sends 100 dollars to the country, the beneficiary gets a total of 102 dollars by adding 2 more dollars.

In addition, various banks and mobile banking service providers are offering an additional one per cent for Eid and festivals with the incentive of soccer. Expatriates are now more enthusiastic to send their remittances through legal channels instead of informal paths.

During the last financial year, Bangladesh saw a record of $24.77 billion remittance earning, which was 36 per cent higher than the previous financial year.

Meanwhile, Bangladesh Bank has proposed to increase the incentive in expatriate income by one percent, to increase the flow of remittances. To make it three percent, Bangladesh Bank has recently sent a letter to the Financial Institutions Department of the Ministry of Finance.

প্রবাসী আয়ে ঈদের আমেজ

৯ দিনে ৯১ কোটি ডলার পাঠালেন প্রবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঈদের আগে বেশি করে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা। ফলে করোনা মহামারীর মধ্যেও হু হু করে বাড়ছে রেমিট্যান্স। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মে মাসের প্রথম ৯ দিনে ৯১ কোটি ৯০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। যা অন্যান্য সময়ের থেকে অনেক বেশি। বছরখানেক আগে এক মাসে এই পরিমাণ রেমিট্যান্স আসত।

গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. সিরাজুল ইসলাম দেশ রূপান্তরকে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সব সময় ঈদের আগে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশে বেশি পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকেন। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা যেন দেশে স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদ করতে পারেন এ জন্যই তারা বেশি করে রেমিট্যান্স পাঠান। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

গত এপ্রিল মাসে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ২০৬ কোটি ৭০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন। যা আগের বছরের এপ্রিল মাসের চেয়ে প্রায় ৯০ শতাংশ বেশি। গত বছর এপ্রিলে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১০৯ কোটি ডলার।

এদিকে রেমিট্যান্সের প্রবাহ চাঙ্গা থাকায় ইতিবাচক অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। গতকাল দিন শেষে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৪ হাজার ৪২৫ কোটি ডলার।

গত ৩ মে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভের পরিমাণ প্রথমবারের মতো ৪৫ দশমিক ১০ বিলিয়ন ডলার ছাড়ায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) দেশে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৬৭ কোটি (২০ বিলিয়ন) ডলার। এর মধ্যে সিংহভাগ রেমিট্যান্স আসে ১০টি দেশ থেকে। গত ১০ মাসে মোট আহরিত রেমিট্যান্সের প্রায় ৮৯ শতাংশই পাঠিয়েছেন এসব দেশের প্রবাসীরা।

দেশগুলো হলো- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, কুয়েত, ওমান, কাতার, ইতালি ও সিঙ্গাপুর। তবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইতালি থেকে রেমিট্যান্স আসা আগের থেকে কমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ হাজার ৮২০ কোটি ডলার বা ১৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। অর্থবছর হিসাবে যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণ ছিল। তারও আগে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে রেমিট্যান্স আহরণের রেকর্ড হয়। ওই সময় ১ হাজার ৬৪২ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে আসে।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, রেমিট্যান্স বৃদ্ধির আরেকটি কারণ প্রণোদনা। ২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে সরকার প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দিচ্ছে। অর্থাৎ কোনো প্রবাসী ১০০ টাকা দেশে পাঠালে তার সঙ্গে আরও ২ টাকা যোগ করে মোট ১০২ টাকা দেওয়া হচ্ছে সুবিধাভোগীদের।

এছাড়া ঈদ ও উৎসবে বিভিন্ন ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সরকারের প্রণোদনার সঙ্গে বাড়তি ১ শতাংশ দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। এতে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহী হচ্ছেন প্রবাসীরা।

রেমিট্যান্স আবদ্ধ ভোগ-বিলাসেই

শাহীন হাওলাদার

ব্যাংকিং চ্যানেলে ক্রমেই বাড়ছে রেমিট্যান্স প্রবাহ। কোভিড পরিস্থিতিতেও অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। রেমিট্যান্সটা দেশে আসছে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে। প্রবাসীদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ না করে এ অর্থ ভোগের জন্যই ব্যবহৃত হয়। বিশ্লেষকদের মতে, প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের যথাযথ ব্যবহারের জন্য সরকারের উচিত নানা ধরনের পরিকল্পনা করা। এ অর্থ ভোগের জন্য প্রাধান্য না দিয়ে নানাভাবে কাজে লাগাতে হবে। বিনিয়োগের জন্য নতুন নতুন স্কিম তৈরি করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের রেমিট্যান্সের হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) প্রবাসীরা ২ হাজার ৬৭ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৩৯ শতাংশ বা ৫৮০ কোটি ৪০ লাখ ডলার বেশি। অন্যদিকে ৩০ জুন শেষ হওয়া অর্থবছরে (২০১৯-২০) মোট ১ হাজার ৮২০ কোটি ৩০ লাখ বা ১৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের চেয়ে ১০ দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১৬ দশমিক ৪২ বিলিয়ন রেমিট্যান্স এসেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহের ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে। দেশের ইতিহাসে এত রেমিট্যান্স আগে কখনও আসেনি। এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম সময়ের আলোকে বলেন, দেশের রেমিট্যান্সের প্রবাহ অনেক ভালো। রেমিট্যান্স যারা পাঠায় তাদের বেশিরভাগ

এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ১

প্রচলিত বন্ডে বিনিয়োগে আগ্রহ নেই প্রবাসীদের

দক্ষ শ্রমিক পাঠালে রেমিট্যান্সের পুনঃবিনিয়োগ বাড়বে

রেমিট্যান্স নিয়ে নতুন স্কিম খোলার পরিকল্পনা হচ্ছে

রিজার্ভ নয় রেমিট্যান্স দিয়েই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করুন

- **মানিটারি পলিসি বা মুদ্রানীতি নিয়ে কী প্রতিবেদন হতে পারে?**

মানিটারি পলিসি বা মুদ্রানীতি হলো আর্থিক বা মুদ্রা বিষয় সংক্রান্ত নীতি। সাধারণ অর্থে, অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের (বাড়ানোর বা কমানোর) জন্য দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নীতিমালা গ্রহণ করে। মুদ্রানীতির মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ সরবরাহ এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে চার ধরনের লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক মুদ্রানীতি প্রচলিত আছে। সুদহার, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা সরবরাহ এবং বিনিময় হার টার্গেটিং। বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে ২ বার মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক এতদিন 'মূল্যস্ফীতি টার্গেটিং' মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে আসছিল। এবার (২০২২-২৩ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে) 'সুদহার টার্গেটিং' মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ঋণ, মুদ্রা সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ, বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্য তুলে ধরা হয়। একইভাবে মুদ্রানীতিতে প্রত্যাশিতভাবে রেপো হার বাড়ানো হয়েছে কি না, ব্যাংক ঋণের সুদহারের পরিবর্তন হয়েছে কি না এমন নানা সম্প্রসারণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে কয়েকটি রিপোর্টেও নমুনা দেখে নিন :

Former Bangladesh Bank governors Atiur Rahman (left) and Salehuddin Ahmed

Monetary policy ignores excess liquidity issue

Shahin Howlader

Economists have expressed their skepticism over the latest monetary policy statement of the central bank, saying that it lacks directives on excess liquidity or steps to address the pandemic crisis.

The Bangladesh Bank on Thursday unveiled an expansionary monetary policy for the fiscal year 2021-22 to help the economy recover from pandemic fallout. In the Monetary Policy Statement (MPS), BB kept its projection of attaining a 14.8 per cent growth in private sector credit like the previous year.

"There is excess liquidity in the banking sector, but there is no clear direction in the monetary policy on how to invest it. If the private sector credit growth crosses 15 per cent, then the amount of excess liquidity will come down," Policy Research Institute (PRI) Executive Director Ahsan H Mansur told The Business Post.

Private sector credit growth is not increasing as the banks are not lending the business people money despite a high demand for loans, he added.

If the present trend of private credit growth continues, the excess liquidity in the banks will also continue to grow, said the economist.

"Steps needed to address the Covid-19 pandemic crisis are absent in the monetary policy for FY22. Small entrepreneurs are struggling with cash shortage but there is huge excess liquidity in banks," Salehuddin Ahmed, former central bank governor, told The Business Post.

PAGE 7 COLUMN 4

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের মুদ্রানীতি ঘোষণা

■ সমকাল প্রতিবেদক

করোনা মহামারির এ সময়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার জোরদারে সম্প্রসারণ ও সংকুলানমুখী মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ব্যাংক খাতে থাকা বর্তমানের উদ্বৃত্ত তারল্য যেন কোনোভাবে অনুৎপাদনশীল খাতে গিয়ে মূল্যস্ফীতির ওপর চাপ সৃষ্টি না করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে ব্যাংক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। কর্মসংস্থানমূলক উৎপাদনশীল খাতে ঋণ বাড়াতে বেসরকারি খাতে ঋণ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা আগের মতোই ১৪ দশমিক ৮০ শতাংশ ধরা হয়েছে। গত অর্থবছরে বেসরকারি খাতে মাত্র ৮ দশমিক ৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও শিগগিরই চাহিদা বাড়বে বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

উদ্বৃত্ত তারল্য নিয়ে সতর্ক অবস্থান বাংলাদেশ ব্যাংকের

গতকাল চলতি অর্থবছরের নতুন মুদ্রানীতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে গভর্নর ফজলে কবিরের একটি লিখিত বক্তব্য পাঠানো হয়েছে গণমাধ্যমে। গভর্নর বলেন, করোনার বর্তমান অবস্থায় সিআরআর কমানোসহ মুদ্রানীতিতে আগে যেসব শিথিলতা আনা হয়েছিল, তা আগের অবস্থায় নেওয়ার সময় এখনও আসেনি। বার্ষিক ভিত্তিতে মুদ্রানীতি প্রকাশিত হলেও উদ্বৃত্ত অর্থ যেন অনুৎপাদনশীল খাতে না যায়, সে জন্য দৈনিক ভিত্তিতে সার্বিক তারল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে। পরিস্থিতি বিবেচনায় অর্থবছরের যে কোনো সময়

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৫

আরও দুটি প্রতিবেদন কিউআর কোডে দেয়া হলো

- **ব্যাংকের তারল্য সংকটের প্রতিবেদন তৈরির কৌশল :**

দেশের ব্যাংকগুলোতে যখন নগদ টাকার সংকট হয় তখনই ব্যাংকের তারল্য নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন। কেননা নগদ টাকার সংকট হলে দেখবেন ব্যাংকগুলো যথাসময়ে ঋণ প্রদান করতে পারছে না, ধারে চলছে কিংবা পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো লভ্যাংশ দিচ্ছে না। এরকম নানা সমস্যা পোহাতে হয়। ব্যাংকের তারল্য সংকট নানা কারণে হতে পারে। এজন্য আপনাকে ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলতে হবে। আমি ব্যাংকের তারল্য সংকট নিয়ে নিউজ করতে গিয়ে দেখেছি অধিকাংশ ব্যাংকে মুনাফার টাকায় মূলধন ঘাটতি মেটানো হচ্ছে, প্রভিশনিং কিংবা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর তার বদলে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ হিসেবে বোনাস শেয়ার দিয়েছে। অন্যদিকে অনেক ব্যাংকেই কম সুদে আমানত আসছে না, অন্যদিকে ঋণ আদায়ও বাড়ানো যাচ্ছে না। যে কারণে প্রকট হয়েছে ব্যাংক খাতের তারল্য সংকট। সুতরাং ব্যাংকের তারল্য সংকট নিউজ করতে হলে ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। ব্যাংকের তারল্য সংকট নিয়ে প্রকাশিত আমার একটি প্রতিবেদন নিম্নে প্রদত্ত হলো :

তারল্য সংকটে ভুগছে ব্যাংক

● শাহীন হাওলাদার

দেশের বড় ব্যাংকগুলোতে এখন নগদ টাকার সংকট। আর নিয়ম মানতে গিয়ে ছোট ব্যাংকগুলোও ঋণ বিতরণ করতে পারছে না। একদিকে কম সুদে আমানত আসছে না, অন্যদিকে ঋণ আদায়ও বাড়ানো যাচ্ছে না। যে কারণে প্রকট হয়েছে ব্যাংক খাতের তারল্য সংকট। ফলে কমে গেছে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল। বছরখানেক আগেও ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল ছিল প্রায় সোয়া লাখ কোটি টাকা। ঋণ আমানতের সমন্বয়হীনতার কারণে তা কমতে কমতে এখন ৬৪ হাজার কোটি টাকায় নেমেছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ব্যাংক খাতে এখন দুঃসময় যাচ্ছে। ধীরে ধীরে তা আরও দুরবস্থার দিকে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেও দেশের অন্যান্য খাতের তুলনায় ব্যাংকিং খাত ছিল অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল। কিন্তু এই খাতে বেশকিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাংক খাত চাপের মুখে পড়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালের শেষদিকে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি এখনকার চেয়েও বেশি ছিল। গত চার বছরে ঋণ প্রবৃদ্ধি এত কমতে দেখা যায়নি। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি অব্যাহতভাবে কমেছে। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় গত মার্চে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২ দশমিক ৪২ শতাংশ। ফেব্রুয়ারিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশ। জানুয়ারিতে যা ছিল ১৩ দশমিক ২০ শতাংশ। এদিকে নগদ অর্থ সংকটে পড়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১৬টি ব্যাংক। আর তাতে ২০১৮ সালে ব্যাংকগুলোর সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা প্রকৃত মুনাফা হওয়ার পরও শেয়ারহোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ দেয়নি ব্যাংকগুলো।

ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলছে, মুনাফার টাকায় মূলধন ঘাটতি মেটানো হচ্ছে, প্রভিশনিং কিংবা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর তার বদলে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ হিসেবে বোনাস শেয়ার দিয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে তিন কারণে ব্যাংকিং খাতে তারল্য চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এ সময়ে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে আমানতের তুলনায় ঋণের প্রবৃদ্ধি বেশি হয়েছে। আমদানিনির্ভর দ্রুত ঋণ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে রফতানি ও রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধির পার্থক্য বেশি হয়েছে। এতে স্থানীয় বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও জোগানের মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি অর্থবছরের শুরুতে আমানতের সুদহার কমিয়ে দেওয়ায় কমে গেছে আমানত প্রবাহ। সব মিলিয়ে ব্যাংকিং খাতে তারল্য ব্যবস্থাপনায় চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

তারল্য ব্যবস্থাপনায় এ চাপ সামলাতে বাংলাদেশ ব্যাংকেরও বেগ পেতে হচ্ছে। ব্যাংকগুলো যাতে সহজেই টাকার সংকট মেটাতে পারে এজন্য গত বছরের শুরুতেই রেপোর সুদহার শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ কমাতে হয়েছে। ব্যাংকারদের চাপে কমানোর হয়েছে সিআরআর হার। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মেটাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ডলার ছাড়তে হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক হিসাবে দেখা গেছে, গত এক বছরে আমানত ১০ দশমিক ৫৮ শতাংশ বাড়লেও একই সময়ে ঋণ বেড়েছে ১২ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

- ঋণ দিতে পারছে না অধিকাংশ ব্যাংক
- কম সুদে আমানত আসছে না
- ধারে চলছে অধিকাংশ ব্যাংক
- লভ্যাংশ দিচ্ছে না পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো

জানা গেছে, অধিকাংশ ব্যাংক তারল্য সংকটের কারণে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। বাধ্য হয়ে অন্য ব্যাংকের কাছ থেকে ধার নিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সারতে হচ্ছে। এজন্য আন্তঃব্যাংক কলমানি সুদহার প্রায় সাড়ে ৪ শতাংশ হয়ে গেছে, যা গত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এদিকে তারল্য সংকট মোকাবেলায় ব্যাংকগুলো আমানত সংগ্রহে মরিয়া হয়ে উঠছে। অধিকাংশ ব্যাংকও আমানত সংগ্রহের সুবিধার জন্য বাড়তি সুদের স্কিমও ঘোষণা করছে।

প্রায় সব ব্যাংকই আমানতের সুদহার বাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, যেসব ব্যাংক দু'বছর আগে সাধারণ মানুষের আমানত রাখতে আগ্রহী ছিল না তারাই এখন হন্য হয়ে আমানত খুঁজছে। এমনকি অর্থের পরিমাণ বেশি হলে সাড়ে ১০ শতাংশ সুদও দিতে রাজি হচ্ছে কিছু ব্যাংক। নতুন প্রজন্মের ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে বেশি এগিয়ে রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী বলেন, ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেকে কেন্দ্র করে দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতা ছিল তখনও যে পরিস্থিতি ছিল এখন তার চেয়ে বাজে সময় পার করছে ব্যাংক খাত।

এ প্রসঙ্গে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, ব্যাংক খাতে সুশাসন আগে দরকার। এই খাতে সুশাসন থাকলে সব সমস্যা দূর হবে।

জানা গেছে, সোনালী, জনতা, এমনকি বেসরকারি খাতের সবচেয়ে বড় ব্যাংক বলে পরিচিত ইসলামী ব্যাংকও গ্রাহকদের ঋণ দেওয়া কমিয়ে দিয়েছে। এক সময় এই ব্যাংকটি দেশের বিপদে পড়া ১০-১৫টি ব্যাংককে আর্থিকভাবে সহায়তা করত। এখন সেই ব্যাংক নিজেই নগদ টাকার সংকটে পড়েছে।

একটি বেসরকারি ব্যাংকের শাখা পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তাদের ব্যাংক বেশ কিছুদিন ধরে নতুন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে না। আর আগের যেসব গ্রাহক ও প্রকল্পের জন্য বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়েছিল, সেগুলোতেও অর্থ ছাড় করার ক্ষেত্রে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে, গত বছর দেশের এসএমই খাতে ব্যাংক ঋণ কমেছে ৭ শতাংশ। ২০১৭ সালে দেশের এসএমই খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিতরণ করা ঋণের স্থিতি ছিল ২ লাখ ২ হাজার ৪১০ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৮৮ হাজার ২৪৫ কোটি টাকায় অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে এসএমই খাতে ঋণ কমেছে ১৪ হাজার ১৬৫ কোটি টাকা।

এ বিষয়ে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ঢাকা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, ২০১৮ সালের পুরোটা সময় ধরেই তারল্য সংকট ছিল। এ বছরও বিনিয়োগযোগ্য তারল্যের অভাবে অনেক ব্যাংক চাহিদামতো ঋণ বিতরণ করতে পারেনি। এর কারণ হিসেবে তিনি বড় অঙ্কের টাকা খেলাপিদের কাছে আটকে পড়াকে দায়ী করেন।

চাহিদা অনুযায়ী অর্থের সংস্থান করতে পারছে না ব্যাংক

এক বছরে তারল্য কমেছে ১৬৩৭০ কোটি টাকা

কম সুদে আমানত পাচ্ছে না

বড় বেকায়দায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো

উত্তরণে প্রয়োজন ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ও সঞ্চয়পত্র বিক্রি বন্ধ করা : মির্জা আজিজুল

খেলাপি ঋণ উদ্ধার না হওয়া বড় সমস্যা : সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

● শাহীন হাওলাদার

নগদ টাকার তীব্র সংকটের কারণে ব্যাংকগুলো ব্যবসার চাহিদা অনুযায়ী অর্থের সংস্থান করতে পারছে না। নিয়ম মানতে গিয়ে ছোট ব্যাংকগুলোও ঋণ বিতরণ করতে পারছে না। একদিকে কম সুদে আমানত আসছে না, অন্যদিকে ঋণ আদায়ও বাড়ানো যাচ্ছে না। যে

এরপর পৃষ্ঠা : ১১ কলাম ৭

আমানতের বিপরীতে বেশি ঋণ

ভয়াবহ তারল্য সংকটে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো

● শাহীন হাওলাদার

ঋণ দিতে নারাজ ব্যাংকগুলো

উচ্চ সুদেও মিলছে না আমানত

স্বল্পসুদে সফট লোনের পরামর্শ ইব্রাহিম খালেদের

আমানতের বিপরীতে বেশি ঋণ, মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণ, চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক থেকে ঋণ না পাওয়ায় ভয়াবহ তারল্য সংকটের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে দেশের ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। আমানতকারীদের পাশাপাশি ব্যাংক থেকেও উচ্চ সুদে ঋণ নেওয়ার তদবির করে ব্যর্থ হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানগুলো।

সংশ্লিষ্টদের মতে, গুটিকয়েক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি ব্যাংকগুলোর আগ্রাসী মনোভাব থাকা উচিত হবে না। বাজারের তারল্য সংকটের কথা বিবেচনা করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন তারা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর ড. ইব্রাহিম খালেদ সময়ের আলোকে জানান, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সব প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খারাপ নয়। তবে ব্যাংকগুলো বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংকটকালীন মুহূর্তে নতুন করে ঋণ দিচ্ছে না এটা ঠিক। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সংকটকালীন মুহূর্তে হঠাৎ করে ঋণ বন্ধ করে দেওয়া হলে একটু শঙ্কা সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্থায়ী সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত স্বল্পসুদে সফট লোনের ব্যবস্থা করা। এটা সবসময় চালু রাখতে হবে তা নয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

ব্যাংকঋণে ধীরগতি

● শাহীন হাওলাদার

অতিরিক্ত তারল্য ২ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শক্ত তদারকি প্রয়োজন : ডিসিসিআই সভাপতি

করোনা মোকাবিলায় মন্থর গতিতে চলছে ব্যাংকের ঋণ বিতরণ। এতে ব্যাংকগুলোতে ক্রমেই বাড়ছে অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্যের ২ লাখ ৪ হাজার কোটি। এর আগে নভেম্বর পর্যন্ত অতিরিক্ত তারল্যের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ৮৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানে অতিরিক্ত তারল্য বেড়েছে ২১ হাজার কোটি টাকা। রেকর্ড পরিমাণ অতিরিক্ত তারল্যে দুর্বল হচ্ছে ব্যাংকের ভিত। এভাবে ব্যাংকগুলোর তারল্য থাকা সত্ত্বেও বিনিয়োগ যদি ধীর গতিতে চলে তা হলে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

তাদের মতে, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে আশানুরূপ ঋণ বিতরণ করছে না ব্যাংকগুলো। একদিকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রণোদনার ঋণের টাকা বিতরণ না করা, অন্যদিকে সিআরআর সংরক্ষণে সুবিধা দেওয়ায় ব্যাংক খাতে অতিক্তি তারল্য বাড়তে পারে। ঝুঁকির আশায় ঋণ বিতরণ না করে বিভিন্ন নিরাপদ খাতে ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ করছে। অতিরিক্ত তারল্য ব্যাংক খাতের জন্য অশনি সঙ্কেত। তবে এ সমস্যা সাময়িক বলেও মনে করছেন কেউ কেউ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, করোনা সঙ্কট মোকাবিলায় ব্যাংকগুলোর পারফরম্যান্স খুবই হতাশাজনক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরও কঠোর নির্দেশনা দেওয়া উচিত। এভাবে অতিরিক্ত তারল্য বাড়তে থাকলে একসময় দেখা যাবে ব্যবসার নামে ঋণ নিয়ে ঋণগুলো বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করবে। শেয়ার মার্কেট যেভাবে চাঙা হচ্ছে এর প্রকৃত কারণ কেউ জানে না। তাই ব্যাংকের অলস টাকার ক্ষেত্রে অনেকে শেয়ার মার্কেটেও বিনিয়োগ করতে পারে, এক কথায় ব্যাংকে অতিরিক্ত টাকা পড়ে থাকলে ঋণের অপব্যবহার হবে। তিনি বলেন, ব্যাংকের অলস টাকাগুলো যেকোনো উপায়ে যেন বিনিয়োগ করা, বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৪

প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিস্তারিত দেখতে শিরোনাম লিখে গুগলে সার্চ করুন।

- **ফরেন ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির কৌশল :**

বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তৈরি ডাটা বিশ্লেষণ করেও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেন। যেমন ধরুন দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে (এফডিআই) বাড়ছে কি না বাড়লে কত শতাংশ বেড়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ডাটা দিয়ে পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে পারেন। যেমন ধরুন, ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ দেশে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে ৬৭ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, গত বছরের শেষ নাগাদ বিদেশি বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ৬৭ শতাংশ বেশি। এভাবে ইন্ট্রো করে এফডিআই এর উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। এফডিআই এর একটি প্রকাশিত প্রতিবেদন নিম্নে প্রদত্ত হলো

করোনায় এফডিআই কমেছে সাড়ে ৩২ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

করোনার কারণে ভয়াবহ একটি বছর পার করল বিশ্ব। মহামারি এ রোগের প্রভাব পড়েছে প্রতিটি দেশে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে করোনার কারণে গেল বছরে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বা ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট (এফডিআই) কমেছে ৩২ হাজার ৫৯৬ কোটি টাকা। আগের বছরের তুলনায় শতকরা হিসাবে ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ। করোনার আগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পর গত দুই অর্থবছর ধরেই বিদেশি বিনিয়োগ কমছে। শুধু টাকার হিসাবেই নয়, আলোচ্য সময়ে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) এফডিআইয়ের অবদানও কমেছে। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় গত অর্থবছরে বিদেশি বিনিয়োগ প্রায় ৯ শতাংশ বেড়েছে। করোনার প্রভাব কমার কারণে চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্টেও বিনিয়োগ বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। ৩০ জুন পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে নিট বিদেশি বিনিয়োগ আসে ১১৯ কোটি ৫২ লাখ ডলার। করোনার প্রকোপ শুরু হলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় ৭২ কোটি ৭৯ লাখ ডলারে। করোনার প্রকোপ কিছুটা কমায় গত অর্থবছরে তা সামান্য বেড়ে ৮১ কোটি ৬২ লাখে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় গত অর্থবছরে নিট বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে প্রায় ৯ শতাংশ। তবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় কমেছে ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের আগে অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে এফডিআই এসেছে ২৩৭ কোটি ডলার। গত অর্থবছরে এসেছে ২৫০ কোটি ৭৩ লাখ ডলার। করোনার প্রকোপ কমায় আলোচ্য সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। এর মধ্যে মুলধন বাবদ বিনিয়োগ ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসেছিল ৭২ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। গত অর্থবছরে এসেছে ৮১ কোটি ৬২ লাখ ডলার। আলোচ্য সময়ে এর পরিমাণ বেড়েছে ১২ দশমিক ১ শতাংশ।

উল্লেখ্য, বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর দেশে বিনিয়োগ থেকে ব্যবসা করে অর্জিত মুনাফা যেকোনো দেশে নিয়ে যেতে

পারেন বা দেশেই আবার বিনিয়োগ করতে পারেন। আয় হওয়া মুনাফা বিনিয়োগ করলে তা নতুন বিনিয়োগ হিসাবে ধরা হয়। এ হিসাবে আয় করা মুনাফা থেকে পুনরায় বিনিয়োগ ২০১৯-২০ অর্থবছরে করা হয়েছিল ১৫১ কোটি ডলার। গত অর্থবছরে করা হয়েছে ১৫৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার। ওই সময়ে মুনাফা থেকে পুনরায় বিনিয়োগ বেড়েছে ৫ শতাংশ। দেশে পরিচালনাকৃত এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানি ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করতে পারে। এ ধরনের বিনিয়োগকেও এফডিআই হিসাবে ধরা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে করা হয়েছিল ১৩ কোটি ২৪ লাখ ডলার। গত অর্থবছরে করা হয়েছে ১০ কোটি ৫২ লাখ ডলার। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমেছে ২০ দশমিক ২৬ শতাংশ।

করোনার কারণে এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিকে ঋণ দেওয়ার প্রবণতা এখনও বাড়েনি। কারণ তারা এখনও করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সে কারণে বিদেশি কোম্পানিগুলোর এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানির ঋণ বাবদ বিনিয়োগ কমেছে। তবে চলতি অর্থবছরে এ খাতের বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় গত অর্থবছরে এফডিআই ৪ দশমিক ৮ শতাংশ বাড়লেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে। একইভাবে মুলধন বা বিদেশ থেকে পুঁজি হিসাবে আনা বিনিয়োগ ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৮ শতাংশ বাড়লেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ৩৫ দশমিক ৫ শতাংশ কমেছে। নিট এফডিআই ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় গত অর্থবছরে ১২ শতাংশ বাড়লেও ২০১৮-১৩ অর্থবছরের তুলনায় কমেছে ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ। অর্থাৎ কোভিডের আগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গত দুই অর্থবছরের তুলনায় বিদেশি বিনিয়োগ বেশি এসেছে। করোনার পর গত অর্থবছরে বিনিয়োগ পরিস্থিতি করোনার আগের অবস্থায় এখনও ফিরে যায়নি।

এদিকে করোনার পরও দেশে বিদেশি বিনিয়োগের স্থিতি বেড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় গত অর্থবছরে স্থিতি বেড়েছে সাড়ে ৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় বেড়েছে ৬ দশমিক ৮ শতাংশ।

দেশের মোট জিডিপিতে নিট এফডিআইয়ের অবদান করোনার আগে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ। করোনার প্রথম আঘাতে তা গত ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ শতাংশে নেমে আসে।

- **কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা সার্কুলার নিয়ে প্রতিবেদন কীভাবে লিখবেন?**

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণত ব্যাংক ও নন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল কাজ হলো মুদ্রা ও ঋণনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান, দেশীয় আর্থিক বাজারের প্রচার ও উন্নয়ন, দেশের আন্তর্জাতিক রিজার্ভের ব্যবস্থাপনা, কারেন্সি নোট প্রদান, পেমেন্ট সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ, ক্রেডিট তথ্য সংগ্রহ এবং সজ্জিত করা, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন এবং সরকারের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করা। এসব কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনেকগুলো বিভাগ রয়েছে। যার মধ্যে ব্যাংকিং প্রবৃদ্ধি ও নীতি বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিস বিভাগ এবং এসএমই বিভাগে প্রতিদিন কোনো না কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করে থাকে। এসব প্রজ্ঞাপনগুলোই খুব গুরুত্বসহ প্রকাশ করতে হবে। অনেক সার্কুলার দেখলে আপনি নাও ধারণা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে বিস্তারিত জেনে রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করতে হবে। মনে রাখবেন এসব সার্কুলার কেন হলো এসব নিয়ে বিস্তারিত জানলে অনেক নিউজের ধারণাও পেতে পারেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়মিত সার্কুলার প্রকাশ করলেই একটা সময় ব্যাংকিং রিপোর্ট তৈরিতে অনেক সহায়ক হবে। আমি অধিকাংশ সার্কুলারগুলো কেন করা হয়েছে, কীজন্য করা হয়েছে, কাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা ইন্ট্রোতে প্রকাশ করতে হবে। আমার করা দুটি সার্কুলারের রিপোর্ট নিম্নে প্রদত্ত হলো। এগুলো দেখলে সার্কুলার লেখার কৌশল জেনে যাবেন।

BB to pull out excess liquidity

Shahin Howlader

The Bangladesh Bank (BB) has decided to withdraw excess liquidity from the banking sector to ensure monetary stability in the currency market.

In a circular issued on Thursday, the central bank's Debt Management Department said money will be withdrawn through auction of the Bangladesh Bank Bill from August 9.

The circular was sent to the chief executive officers of all scheduled banks and financial institutions in the country.

The notice said the BB will hold a 7-day, 14-day and 30-day auctions this month. The 7-day and 14-day auctions will be held on August 9, 16 and 25, while the 30-day auction will be held on August 11, 23 and 31.

According to Bangladesh Bank, there is a surplus liquidity of around Tk 2,31,000 crore in the banking sector till June. The sector's liquidity started to accumulate as demands for loans remained low amid the Covid-19 pandemic.

Typically, the banking sector holds around Tk 10,000 crore to Tk 15,000 crore in excess liquidity.

Officials of the central bank said banks do not get interest from this huge amount of excess money as appetite for bank loans plummeted drastically. As a result, most of the banks do not want to take deposit from customers. The latest decision on auction is aimed at restricting any possible diversion of banks' fund to unproductive sectors.

However, it is yet to know how much liquidity will be pumped out of the market through the Bangladesh Bank Bills.

Ali Reza Iftekhar, chairman of the Association of Bankers Bangladesh (ABB), also managing director of Eastern Bank Ltd said both excess liquidity and fund crisis in the banking sector are harmful to the industry.

PAGE 2 COLUMN 6

BB resumes banks' inspection today

Scanning incentive distribution top priority

Shahin Howlader

After a five-month adjournment, the Bangladesh Bank is going to resume its on-site supervision from today to scan irregularities, if any, in scheduled banks and non-banking financial institutions.

The Human Resources Department-2 of the Bangladesh Bank issued instructions on Sunday to its departments concerned to carry out inspection.

As part of its investigation, the authorities will specially check out whether the banks are pursuing the guidelines for stimulus package distribution.

"The banking sector had been operating within a limited extent due to restrictions induced by the pandemic that delayed our resumption of inspection activities," Sirajul Islam, executive director and spokesperson of the Bangladesh Bank, told The Business Post.

"Now everything is getting normal and all banks have started their functions. That is why we have taken up the move."

The central bank will go to field visit to inspect overall situation of incentive disbursement.

The stimulus packages subsidised by the central bank aim at addressing the pandemic shock the economy is reeling from.

The Bangladesh Bank is now keen to observe that all scheduled banks have properly handed out incentives in sectors as instructed and what the current situation is concerning the stimulus package distribution.

The government announced 23 incentive packages worth Tk 1,32,553 crore to address the risk of possible economic loss due to the outbreak of coronavirus that strained the economic activities.

These loans will be disbursed on easy terms and at low interest through the banking channel as working capital for the affected industries.

PAGE 7 COLUMN 6

Banks asked to raise interest on deposits

Shahin Howlader

Bangladesh Bank has directed banks to increase the interest rate on term deposits in line with inflation.

From now on, no bank will be able to pay less interest on term deposits than the inflation rate. This instruction will apply to deposits declared for a period of three months or more.

According to Bangladesh Bank data, by the term basis, currently the minimum rate of fixed deposits is 1 per cent and maximum is 9 per cent. In the last three months (April, May, June), the average inflation was about 5.50 per cent.

Bangladesh Bank's Banking Regulation and Policy Department issued a directive and sent it to the chief executives of all scheduled banks on Sunday.

"Interest rates on deposits and profit margins in the banking sector have been steadily declining recently. Most banks are offering interest or profit on term deposits at a lower rate than the inflation rate. This is reducing the purchasing power of small depositors who are dependent on the interest or profit of the deposits held in the bank. As a result, they are suffering," the notification said.

The directive states that the interest rate on term deposits at the individual level and any amount of funds deposited to repay various dues, including provident fund, retirement dues of the employees of various government and non-government organisations, cannot be fixed in any way lower than inflation.

It said that the primary source of funds of the bank is money collected from depositors. Excessive reduction in interest rates on deposits may adversely affect bank deposits in the future. As a result, there may be an imbalance in the liability and asset management of the bank.

A review of bank statements shows that most banks are paying lower interest rates on term deposits than the inflation rate.

PAGE 2 COLUMN 4

প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিস্তারিত দেখতে স্ক্যান করুন :

- **খেলাপি ঋণের ডাটা দিয়ে কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করবেন?**

খেলাপি ঋণ হচ্ছে কোনো কারণে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর যখন কোনো ঋণ বা ঋণের কিস্তি ফেরত পাওয়া যায় না। খেলাপি ঋণ কমাতে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা ও ছাড় দেওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকভাবে খেলাপি ঋণের মোট পরিমাণ বেড়েই চলছে। একজন রিপোর্টার হিসেবে খেলাপি ঋণের তথ্য প্রকাশ ও খেলাপি ঋণের লাগাম টানার জন্য ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের মতামত নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে পাঠকের কাছে পৌছানোই হলো তার কৃতিত্ব। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর ব্যাংক ও নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলোর খেলাপি ঋণ-সংক্রান্ত হালনাগাদ প্রতিবেদন তৈরি করে। এগুলো সাধারণত সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশিত তথ্য নয়। খেলাপি ঋণের ডাটা যে বিভাগ করে থাকে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেই রিপোর্টাররা এ তথ্য পেয়ে থাকে। খেলাপি ঋণের ডাটা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হলে প্রথমে আপনার পুর্ববর্তী একই সময়ের ডাটার সাথে পার্থক্য তৈরি করে তার ব্যবধান তৈরি করে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি বা কমানোর প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। ধরা যাক বর্তমানে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে এখন এক লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আগামী ৩ মাস পর যদি এক লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা হয়। তাহলে আপনি লিখতে পারেন ৩ মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৪ হাজার কোটি টাকা। এভাবে খেলাপি ঋণের মোট পরিমাণ ছাড়াও ডাটা বিশ্লেষণ করে যদি দেখেন শুধুমাত্র সরকারি ব্যাংকের কিংবা বেসরকারি ব্যাংকের এমনকি শুধুমাত্র ১টি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে তা দেখেও আপনি প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। আবার একটি ব্যাংক ধরে খেলাপি ঋণের প্রতিবেদন তৈরি করতে হলে আপনাকে অবশ্যই ঐ ব্যাংকের শীর্ষ ঋণখেলাপীদের তালিকা ও পরিমাণ বের করতে পারলে এ রিপোর্টের পূর্ণাঙ্গতা পাবেন। এবার আসেন দেশে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কেন বেড়েছে? এর কারণ হিসেবে লিখতে হলে ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের মতামত নিতে হবে। একই সাথে খেলাপি ঋণের লাগাম কীভাবে কমানো যায় এ বিষয়ে বিশেজ্ঞদের মতামত নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করলেই আপনার প্রতিবেদনটি পত্রিকায় প্রকাশ হওয়ার মতো পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হয়ে যাবে। আমি কয়েকটি প্রকাশিত রিপোর্ট নিম্নে উপস্থাপন করেছি। এসব প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখলেই খেলাপি ঋণের প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন।

খেলাপি ঋণ এক লাখ কোটি টাকা ছাড়াল

তিন মাসেই বেড়েছে ১৭ হাজার কোটি টাকা

সরকারি ব্যাংকগুলোতেই খেলাপি ঋণ বেশি

খেলাপি ঋণ বন্ধে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি : মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

● শাহীন হাওলাদার

ব্যাংকিং খাতে লাগামহীনভাবে বাড়ছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ। কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছে না। সরকারি-বেসরকারি কিংবা বিদেশি সব খাতের ব্যাংকেই খেলাপি ঋণ বাড়ছে। তবে সরকারি খাতের ব্যাংকগুলোতেই খেলাপি ঋণের আধিক্য বেশি। চলতি বছরের মার্চ শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ১০ হাজার ৮৭৩ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা ঋণের ১১ দশমিক ৮৭ শতাংশ। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণ ছিল ৯৩ হাজার ৯১১ কোটি টাকা বা ১০ দশমিক ৩০ শতাংশ। ফলে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ– এই তিন মাসেই খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা বা ১৮ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা গেছে, আর্থিক অবস্থা ভালো দেখাতে গত বছরের ডিসেম্বর প্রান্তিকে খেলাপি ঋণ কিছুটা কমিয়ে এনেছিল দেশের ব্যাংকগুলো। গত বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর– এই তিন মাসে ৫ হাজার ৪৫৯ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ কমে ছিল। তবে তিন মাস যেতে না যেতেই পুরনো চেহারায় ফিরেছে খেলাপি ঋণ। মার্চে এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৪

তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা

ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা

সরকারি ব্যাংকে ৫৪৯২২ কোটি টাকা

বেসরকারি ব্যাংকে ৫৪৫৭৪ কোটি টাকা

বিদেশি ব্যাংকে ২০৯১ কোটি টাকা

বিশেষায়িত ব্যাংকে ৪৭০০ কোটি টাকা

● শাহীন হাওলাদার

খেলাপি ঋণ এখন ব্যাংকগুলোর বিষফোঁড়া। কোনোভাবেই কমানো যাচ্ছে না খেলাপি ঋণের পরিমাণ। ঋণখেলাপিদের নানা সুবিধার ঘোষণার মধ্যেই ব্যাংক খাতের মোট খেলাপি ঋণ বেড়েছে। তিন মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ হাজার ৮৬৩ কোটি টাকা। মোট খেলাপি ঋণ ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা এরপর পৃষ্ঠা : ১১ কলাম ৭

প্রতিবেদন কিউআর কোডে দেওয়া হলো

খেলাপি ঋণে রেকর্ডের পর আবার রেকর্ড

নতুন করে যুক্ত হলো আরও দেড় হাজার কোটি টাকা

শাহীন হাওলাদার

কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছে না খেলাপি ঋণের। আগের সব রেকর্ড ভেঙে বর্তমানে দেশে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ (জুন-১৯ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা। যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা বেশি। চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা। তবে গত ডিসেম্বর খেলাপি ঋণ ছিল ৯৩ হাজার ৯১১ কোটি টাকা। সে সময় এক লাফে খেলাপি ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৬ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা। সেই তালিকায় নতুন করে যুক্ত হলো আরও দেড় হাজার কোটি টাকা।

ব্যাংকাররা বলছেন, সাধারণত বছরের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিক অর্থাৎ মার্চ ও জুনে খেলাপি ঋণ কিছুটা বাড়ে। এর কারণ ডিসেম্বরে বছর শেষের হিসাব হয় বিধায় ব্যাংকগুলো পুনঃতফসিল বাড়িয়ে দেয়। ঋণ আদায়েও বাড়তি চেষ্টা থাকে। এর বাইরে অন্য কারণও রয়েছে। যেমন– এ বছর ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষিত ঋণ পরিশোধের বিশেষ সুবিধা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। এ কারণে মোট খেলাপি ঋণ বেড়েছে। যদিও যেসব সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে তা এখনও কার্যকর হয়নি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, খেলাপি ঋণের সার্বিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। খেলাপি ঋণ বন্ধ করতে হলে বড় বড় ঋণখেলাপি যারা তারা কাদের যোগসাজশে এসব ঋণ নিয়েছে এগুলো চিহ্নিত করে দ্রুতগতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন করতে হবে, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে। না হলে অন্য নানা পন্থা আছে। এককথায় ব্যাংক খাতে শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে যারা ঋণখেলাপি তাদের কোনো শাস্তির বিধান হচ্ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মার্চ শেষে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৯ হাজার ৯৪৯ কোটি টাকা বা ৭.০৮ শতাংশ। জুন শেষে এ খাতের ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ৫১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা বা ৭.১৩ শতাংশ। এ সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৩ হাজার ৭৪৪ কোটি টাকা বা ৩১.৫৮ শতাংশ, গত মার্চ শেষে যা ছিল ৫৩ হাজার ৮৭৯ কোটি টাকা বা ৩২.২০ শতাংশ। গত মার্চ পর্যন্ত বিদেশি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ২৫৬ কোটি টাকা বা ৬.২০ শতাংশ। জুন শেষে তা কমে হয়েছে ২ হাজার ৫৭ কোটি টাকা বা ৫.৪৮ শতাংশ। এ সময়ে বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৬৯৬ কোটি টাকা। আগের প্রান্তিকে তাদের খেলাপি ঋণ ছিল ৪ হাজার ৭৮৭ কোটি টাকা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতে মোট বিতরণ করা ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৬২ হাজার ৭৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে অবলেপন বাদে খেলাপি হয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা। এটা মোট বিতরণ করা ঋণের ১১.৬৯ শতাংশ। এর বাইরে গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত অবলেপনের মাধ্যমে ব্যাংকের হিসাবের খাতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে আরও ৪০ হাজার ১০১ কোটি টাকা। এদিকে চলতি বছরের মার্চ শেষে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৭২৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ১১ দশমিক ৮৭ শতাংশ।

Pvt banks' default loans up Tk1,552cr in Q3

Shahin Howlader

Like government banks, default loans are also rising in private ones, with the amount increasing by Tk 1,552 crore at the end of the third quarter of this year.

The amount of default loans in private banks at the end of the second quarter was Tk 49,191 crore, which rose to Tk 50,743 crore at the end of the third quarter, data from the Bangladesh Bank shows.

Default loans in 42 private commercial banks amounted to Tk 50,743 crore, and five of them held Tk 19,213 crore, which was 38.51 per cent of the total default loans in private banks. The five banks are AB Bank, National Bank, Islami Bank, Padma Bank, and One Bank.

Of them, AB Bank held the highest amount of default loans. At the end of September, its default loan was Tk 5,333 crore, which was 18.74 per cent of its total debt. National Bank came next, with its default loan reaching Tk 4,592 crore, which was 10.67 per cent of its total loan.

Islami Bank held the third highest amount of default loans. Its default loan stood at Tk 3,655 crore, which was 3.33 per cent of its total loan.

Padma Bank's default loan was Tk 3,586 crore, which was 62.39 per cent of its total loan. One Bank's default loan was Tk 2,047 crore, which was 9.24 per cent of its total debt.

Experts say state-owned banks are facing a crisis as influential quarters continue to plunder money from those, and these people now have their focus on private banks.

Dr Salehuddin Ahmed, former governor of the central bank, said what had happened to state-owned banks had now spread to private ones as well.

"Private banks may have to be saved with subsidies from the budget if this continues for a while," he said.

He also said the coronavirus pandemic had affected many businessmen, but the impact would be felt later.

"If these are calculated, the amount of default loans will increase further in the future," he added.

Bankers say the pandemic has affected many business owners in various ways, who are now unable to repay loans.

Besides, many businessmen with a good credit history have forgotten to repay loans even after getting various benefits, causing default loans to rise.

Syed Mahbubur Rahman, managing director and chief executive officer of Mutual Trust Bank, told The Business Post many businessmen had not yet turned around because of the pandemic impacts.

"But many clients were delaying repayments even before the pandemic, and their information was sent to the central bank. That is why default loans in private banks have increased as well," said Mahbubur, also the former president of the Association of Bankers, Bangladesh.

Ali Reza Iftekhar, managing director of Eastern Bank and president of the Association of Bankers, Bangladesh, told a programme recently non-performing loans in banks had become like cancer. He said banks would have to find a way to reduce default loans. "The risk management departments of banks have to be allowed to work independently."

Iftekhar also said a key reason why default loan is so low in developed countries is that the risk management departments of their banks are very strong.

Default loan in the banking sector now stands at Tk 1,01,150 crore.

Of this, government banks hold Tk 47,715 crore, private ones Tk 50,743 crore, and foreign ones Tk 2,692 crore.

সাল	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
খেলাপি ঋণ (কোটি টাকা)	১০,৭৬০	৯,১৭০	২১,৫১৪	১৬,৬০৬	২২,৭৬৩	২৩,৭৪৫	৩১,০২৬	৩৭,৩২৬	৪৮,৬৯৬	৫৪,৯২২

সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে খেলাপি ঋণ বাড়ছেই

২০১০ সালে খেলাপি ঋণ ছিল মোট ঋণের ৮ শতাংশ

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণ মোট ঋণের ৩২ শতাংশ

ঋণ বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর এ অবস্থা

প্রকল্প যাচাই-বাছাই না করেই রাজনৈতিক বিবেচনায় দেওয়া হয়েছে ঋণ

অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে ব্যাংকগুলো মূলধনও খেয়ে ফেলছে

রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারই খেলাপি ঋণ বৃদ্ধির মূল কারণ : মির্জ্জা আজিজ

১০ বছরে বেড়েছে ৪৪ হাজার কোটি টাকা

● শাহীন হাওলাদার

সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য খেলাপি ঋণ এখন বিষফোঁড়া। গেল দশ বছরে সীমাহীন দুর্নীতি-অনিয়মের মাধ্যমে প্রকল্প যাচাই-বাছাই না করেই রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ দিয়ে বিপাকে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। ২০১০ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ৬ বাণিজ্যিক ব্যাংকে (সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ব্যাংক ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক) খেলাপি ঋণ ছিল ১০ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা বা মোট ঋণের ৮ শতাংশ। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৪ হাজার ৯২২ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৩২ শতাংশ। অর্থাৎ দশ বছরের ব্যবধানে সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৪৪ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। বিশ্লেষকদের

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ২

অনিয়ম ও ঋণ জালিয়াতিতে ৮ আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ঋণের বেশিরভাগই খেলাপি

আট প্রতিষ্ঠানেরই খেলাপি ৩ হাজার ৩৫৭ কোটি টাকা

তিন প্রতিষ্ঠানে পর্যবেক্ষক থাকলেও পর্যবেক্ষণে অবহেলা

দুর্বল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা উচিত : সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরও নজরদারি বাড়ানো উচিত : মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

● শাহীন হাওলাদার

নানা অনিয়ম, কেলেঙ্কারি, জালিয়াতি ও অব্যবস্থাপনায় চলছে দেশের নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (এনবিএফআই)। ব্যাংক খাতের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও খেলাপি ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বেড়েছে। সম্প্রতি অনিয়মের কারণে পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডকে বন্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণের কারণে প্রভিশন ঘাটতি ও মূলধন ঘাটতিতে পড়ে খাদের কিনারে আরও আট আর্থিক

এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ১

20 businesses hold 31% RAKUB default loans

Shahin Hawlader

Twenty businesses hold 31.43 per cent or Tk 381 crore of Rajshahi Krishi Unnayan Bank's (RAKUB) total defaulted loans.

In fiscal year 2020-21, the bank's default loans soared to Tk 1,211.88 crore – 19.29 per cent of its total disbursed loans.

Angkur Seed and Cold Storage tops RAKUB's loan defaulter list with Tk 47.39 crore, followed by Shah Ismail Gazi Cold Storage's Tk 42.87 crore bad loans.

Ashraf Seed Store is third, with default loans of Tk 34.02 crore, followed by Nigar Cold Storage (Tk 31.25 crore), and Proshika Manobik Unnayan Kendro (Tk 23.27 crore).

RAKUB Managing Director Ismail Hossain declined to comment.

Its General Manager Kamil Burhan Firdous told The Business Post that it had become difficult to realise money from the top defaulters, resulting in massive bad loans for the bank.

"We are playing an aggressive role in realising loans from our top defaulters. Our big loans are stuck with cold storages," he said. "Writ petitions are the main obstacle to realising default loans."

The other 15 defaulters are – Shah Amanat Specialized (Tk 22.24 crore), Azad Jute Mills (Tk 21.65 crore), Agro Art Industries (Tk 21.48 crore), M/S RRSR Rice Mills (Tk 20.33 crore), Fulbari Cold Storage (Tk 20.32 crore), Al Faruk Bags Limited (Tk 17.03 crore), Azmiri Cold Storage (Tk 14.57 crore), GSA Auto Bricks (Tk 14.5 crore), Kolin Foods Processing (Tk 14.44 crore), Eknij Feed Mills Pvt (Tk 12.68 crore), M/S Mahbub Hossain (Tk 7.68 crore), Punarvaba Food Processing and Preserve (Tk 7.21 crore), Green diagnostics Centre (Tk 4.44 crore), M/S Rafa Auto Rice Mills (Tk 2.09 crore) and Taufik Poultry and Hatchery (Tk 2.04 crore).

Last year, RAKUB's default loans stood at Tk 1,755.95 crore or 31 per cent of its total disbursed loans. The amount was Tk 1,099.94 crore or 20 per cent in 2019. In 2018, the amount was Tk 1,306.35 crore or 24 per cent of its total loans.

বিস্তারিত জানতে হলে শিরোনাম দিয়ে গুগলে সার্চ করেও দেখতে পারেন।

- **মূলধন ঘাটতি ও প্রভিশন ঘাটতির রিপোর্ট কীভাবে লেখবেন?**

ঋণের শ্রেণিমান বিবেচনায় ব্যাংকগুলোর মুনাফা কিংবা শেয়ারহোল্ডার মূলধন থেকে একটি অংশ আলাদা করে রাখতে হয়, যাকে প্রভিশন বলা হয়। আমানতকারীদের অর্থের নিরাপত্তা দিতে ব্যাংকগুলোর জন্য আন্তর্জাতিকভাবে এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। খেলাপি ঋণ বাড়লে প্রভিশন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। আর প্রভিশন ঘাটতি বাড়লে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি বেড়ে যায়। আমানতকারীদের স্বার্থে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ও প্রভিশনিংয়ের রিপোর্ট প্রকাশ করা একজন রিপোর্টারের মৌলিক দায়িত্ব। একজন মানুষের যদি কিডনি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা ধরেই নেই যে মানুষটিকে বাঁচানো সম্ভব নয়। তেমনি কোনো ব্যাংকের যদি মূলধন ঘাটতি হয় তাহলে একটা সময় ঐ ব্যাংকটিকেও বাঁচানো সম্ভব হয় না। যার ফলে আমানতকারীরা কোন ব্যাংকের কি অবস্থা অর্থাৎ ব্যাংকের ভাষায় ক্যামেলস রেটিং দেখে আমানত রাখার চিন্তা করে। আমানতকারীদের ঝুঁকির দিক বিবেচনা করে একজন রিপোর্টারের দায়িত্ব হলো ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ও প্রভিশন ঘাটতির রিপোর্ট পাঠকের মাঝে তুলে ধরা।

অন্যভাবে বলা যায়, ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক ঋণগ্রহীতা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করছেন না। এজন্য ব্যাংকগুলোর আয় দিয়ে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারছে না। এতে বেড়ে যাচ্ছে প্রভিশন ঘাটতি। প্রভিশন ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় ফলে ব্যাংকগুলোর মূলধন ভিত্তি দুর্বল হয়ে আসে। এজন্যই আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রভিশন সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু প্রভিশন ঘাটতি হলে ঝুঁকির মুখে পড়ে যান আমানতকারীরা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- ২০২২ সালের ডিসেম্বর শেষে সরকারি-বেসরকারি আট ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়ায় ১৯ হাজার ৪৮ কোটি টাকা। তিন মাস আগে সেপ্টেম্বর শেষে ১৯ হাজার ৮৩৩ কোটি টাকা ঘাটতি ছিল। তবে ঘাটতির তালিকায় থাকা রাষ্ট্রীয় মালিকানার একটি ব্যাংকের (রিপোর্ট করার সময় নাম উল্লেখ করবেন) প্রভিশন ডিসেম্বরে উদ্বৃত্ত ছিল। আর ঘাটতির তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়েছে বিদেশি মালিকানার ব্যাংক অমুক (রিপোর্ট করার সময় নাম উল্লেখ করবেন)।

আমার জানা মতে বর্তমানে অশ্রেণিকৃত ঋণের ধরন অনুযায়ী, দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রভিশন রাখতে হয়। আর খেলাপি ঋণের প্রথম পর্যায় 'সাবস্ট্যান্ডার্ড' ঋণে রাখতে হয় ২০ শতাংশ। দ্বিতীয় পর্যায় বা 'ডাউটফুল' ঋণের বিপরীতে রাখতে হয় ৫০ শতাংশ। আর 'মন্দ' মানে শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে রাখতে হয় শতভাগ। আপনি যে সময়

প্রভিশন ঘাটতির রিপোর্ট করবেন ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের কাছে থেকে সে সময় কী পরিমাণ প্রভিশন রাখতে হয় তা জেনে নিবেন। নিম্নে মূলধন ঘাটতি ও প্রভিশন ঘাটতির ডাটা পাওয়ার পর কীভাবে রিপোর্ট করবেন তার প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদনের নমুনা প্রদত্ত হলো :

শীর্ষ ঋণখেলাপিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে

শাহীন হাওলাদার

মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণ, তারল্য সংকট ও ঋণের উচ্চ সুদহারসহ নানা সমস্যায় আক্রান্ত দেশের ব্যাংক খাত। কোনোভাবেই ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে ঋণ আদায় হচ্ছে না। সরকারি-বেসরকারি কিংবা বিদেশি সব খাতের ব্যাংক থেকে তাদের নেওয়া ঋণ খেলাপি হওয়ার পরিমাণ দিনদিন শুধু বাড়ছেই। খেলাপি ঋণ কেন আদায় হচ্ছে না? ঋণখেলাপিদের নেপথ্যে কারা? কেনইবা এদের শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে না– এ নিয়ে দেখা দিয়েছে জনমনে নানা প্রশ্ন? বিশ্লেষকদের দাবি, বর্তমান ব্যাংক খাতের চলমান সংকট কাটাতে হলে খেলাপি ঋণ আদায়ে

আমানতের বেশি ঋণ দিয়ে মূলধন ঝুঁকিতে ব্যাংক

১০ ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ১৮ হাজার কোটি টাকা

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের আলাদা শাস্তির বিধান নেই

খেলাপি ঋণ আদায়ে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত : ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ

খেলাপি ঋণ অনাদায়ে ব্যাংক খাত কঠিন সমস্যায় পড়বে : মির্জ্জা আজিজুল

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ২

বিস্তারিত জানতে হলে শিরোনাম দিয়ে গুগলে সার্চ করেও দেখতে পারেন।

১২ ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা

শাহীন হাওলাদার

ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে গেছে। ব্যাংকগুলোর ঋণের ঝুঁকি বিবেচনা করে তার বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। খেলাপি ঋণ বাড়লে ব্যাংকের প্রভিশন রাখার প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। কিন্তু খেলাপি ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ (নিরাপত্তা সঞ্চিতি) করতে পারছে না। এর ফলে ব্যাংকিং খাতে বেড়েছে প্রভিশন ঘাটতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, গত জুন শেষে ব্যাংকিং খাতে ১২টি ব্যাংক তাদের প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে পারেনি। এর মধ্যে ৮টিই বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। ব্যাংকিং খাতে প্রভিশন ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় বেড়ে যাচ্ছে ঝুঁকি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, খেলাপি ঋণ বাড়লে ব্যাংকগুলো আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে যায়। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি বাড়ার কারণেই প্রভিশন ঘাটতি বেড়েছে। যেসব ব্যাংক প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে তাদের মূলধন ঘাটতি হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। তাই সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে জনগণের আমানত ফিরিয়ে আনার কঠোর উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যথায় বেশিরভাগ ব্যাংকের হাতে আর বিনিয়োগ করার মতো তহবিল থাকবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, আমানতকারীদের আমানত ব্যাংকের আর্থিক ঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন রাখার বিধান রয়েছে। একই কারণে খেলাপি ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত মূলধন রাখারও বিধান রয়েছে। কিন্তু ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খেলাপি হওয়ায় এবং সে অনুযায়ী প্রভিশন সংরক্ষণ না করায় ব্যাংকগুলোর আর্থিক ঝুঁকি বেড়েছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকার পরিচালিত বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোতে এ ঝুঁকির প্রবণতা বেড়েছে বেশি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত জুন শেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানার ব্যাংকগুলোর মধ্যে সোনালী ব্যাংকের ১ হাজার ৯৪২ কোটি, রূপালী ব্যাংকের ৯৮২ কোটি, অগ্রণী ব্যাংকের ৮৫২ কোটি এবং বেসিক ব্যাংকের ৩ হাজার ৭৩ কোটি টাকার প্রভিশন ঘাটতি হয়েছে। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে এবি ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতির ৩ হাজার ৫৯৩ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি ৫১১ কোটি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ১২৬ কোটি ৪৫ লাখ, ন্যাশনাল ব্যাংকের ৭২৭ কোটি ৮৩ লাখ, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ১০৩ কোটি ৩৪ লাখ ও ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি রয়েছে ১৮৩ কোটি ৬১ লাখ টাকা।

প্রভিশন ঘাটতি বেড়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, ব্যাংকিং খাতে ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ব্যবসা মন্দা, ব্যাংকিং খাতে ঋণ কেলেঙ্কারি ও চলমান পরিস্থিতিতে ব্যাংকের এবার পরিচালন মুনাফা কমেছে। বেড়েছে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ। সব মিলিয়ে এবার ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা কমে গেছে। এর ওপর অতিরিক্ত প্রভিশন রাখতে গিয়ে অনেক ব্যাংকের প্রকৃত মুনাফা না হয়ে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে বলে ওই কর্মকর্তা মনে করেন।

দেশের প্রথম প্রজন্মের একটি ব্যাংকের এমডি জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্যাংকগুলো পড়েছে বিপাকে। কেননা এসব ব্যাংকের পুঞ্জীভূত খেলাপি ঋণ বেশি। খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশন রাখা হয় ব্যাংকের আয় থেকে। প্রভিশন সংরক্ষণ না করে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গত, ঋণ শ্রেণিকরণের তিনটি পর্যায় রয়েছে। তা হলো, নিম্নমান, সন্দেহজনক ও মন্দ বা ক্ষতি। এই তিনটি পর্যায় বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকগুলোকে নিরাপত্তা সঞ্চিতি (প্রভিশন) সংরক্ষণ করতে হয়। প্রভিশন সংরক্ষণের নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো ঋণ নিম্নমান হলে তার বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে ২০ শতাংশ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। আর পরপর ছয় মাস ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সে ঋণকে সন্দেহজনক ঋণ বলা হয়। আর এ ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে ৫০ শতাংশ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। আর ৯ মাস অতিবাহিত হলে ওইসব ঋণকে মন্দ ঋণ বলা হয়। আর এ মন্দ ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর শতভাগ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। আর এ প্রভিশন সংরক্ষণ করা হয় ব্যাংকের আয় খাত থেকে টাকা এনে। যে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ যত বেশি ওই ব্যাংকের আয় খাত থেকে বেশি পরিমাণ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হয়। আর বেশি প্রভিশন সংরক্ষণ করলে ওই ব্যাংকের মুনাফা কমে যায়।

১০ ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ২৯ হাজার কোটি টাকা

■ ওবায়দুল্লাহ রনি

ছাড় নিয়ে খেলাপি ঋণ কম দেখাতে পারলেও মূলধন ঘাটতি থেকে বেরোতে পারছে না কয়েকটি ব্যাংক। গত ডিসেম্বর শেষে ১০ ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি দেখা দিয়েছে প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকা। এ পরিমাণ অর্থ দিয়ে ৫৮টি নতুন ব্যাংকের মূলধন জোগান দেওয়া সম্ভব। ঘাটতিতে থাকা ব্যাংকগুলোর মধ্যে ৭টি সরকারি ও ৩টি বেসরকারি খাতের। লভ্যাংশ দেওয়ার বিষয়টি মূলধন সক্ষমতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় এসব ব্যাংক এবার লভ্যাংশ দিতে পারবে না।

ব্যাংকের মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ শতাংশ অথবা ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে যা বেশি, কমপক্ষে সেই পরিমাণ মূলধন রাখতে হয়। ঘাটতি থাকা অবস্থায় লভ্যাংশ দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে অনেক ব্যাংক প্রভিশন সংরক্ষণে বাড়তি সময় নিয়ে লভ্যাংশ দিয়ে আসছিল। করোনার প্রভাব শুরুর পর ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো লভ্যাংশ বিতরণে সীমা আরোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২০ সালের জন্যও ব্যাংক ইচ্ছেমতো লভ্যাংশ দিতে পারবে না।

জানতে চাইলে ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরফান আলী সমকালকে বলেন, লভ্যাংশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমা বেঁধে দেওয়ার বিষয়টি ইতিবাচক। কেননা মূলধন খারাপ থাকলেও লভ্যাংশ দিলে তাতে ব্যাংক দুর্বল হয়। ফলে এবার মূলধন সক্ষমতার সঙ্গে লভ্যাংশ দেওয়ার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আবার মূলধন বেশি থাকলেই লভ্যাংশ দেওয়া যাবে, তা নয়। মুনাফা করে এরপর দিতে হবে। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিচক্ষণ নীতিমালা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর শেষে সরকারি ৭টি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি ২৫ হাজার ৯৮৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫ হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা ঘাটতি জনতা ব্যাংকের। সোনালী ব্যাংকের ঘাটতি তিন হাজার ৬৪ কোটি টাকা। অগ্রণী ব্যাংক ডিসেম্বর শেষে তিন হাজার ২ কোটি টাকার ঘাটতিতে পড়েছে। বেসিকের ঘাটতি এক হাজার ৪৯৩ কোটি টাকা। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে এক হাজার ৪৫৮ কোটি ও রূপালী ব্যাংকে ঘাটতি রয়েছে ৬৭২ কোটি টাকা। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে আইসিবি ইসলামী ব্যাংকের ঘাটতি এক হাজার ৬২২ কোটি টাকা। বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকে এক হাজার ৩৫ কোটি টাকা ও পদ্মা ব্যাংকে ৩১০ কোটি টাকা ঘাটতি রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রভিশন সংরক্ষণে বাড়তি সময় না নেওয়া ব্যাংকের মূলধন ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১৫ শতাংশের বেশি হলে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ নগদসহ ৩০ শতাংশ লভ্যাংশ দিতে পারবে। গত ডিসেম্বর শেষে এ তালিকায় রয়েছে- সরকারি মালিকানার প্রবাসী কল্যাণ, বিডিবিএলসহ ২০টি ব্যাংক। এর মধ্যে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত রয়েছে- ডাচ-বাংলা, ব্যাংক এশিয়া, ঢাকা, প্রাইম, ট্রাস্ট, সিটি, যমুনা, আল-আরাফাহ ইসলামী, ইস্টার্ন, সাউথইস্ট, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ও পূবালী ব্যাংক। আর নতুন প্রজন্মের মধুমতি, মিডল্যান্ড, মেঘনা, এনআরবি, সীমান্ত ও কমিউনিটি ব্যাংকও রয়েছে এ তালিকায়। সাড়ে ১৩ থেকে ১৫ শতাংশের নিচে মূলধন থাকা ব্যাংক সাড়ে ১২ শতাংশ নগদসহ ২৫ শতাংশ লভ্যাংশ দিতে পারবে। এ তালিকায় রয়েছে- ইউসিবিএল, ব্র্যাক, উত্তরা, শাহ্‌জালাল ইসলামী, প্রিমিয়ার ও এসআইবিএল। মূলধন ১১ দশমিক ৮৭ শতাংশ থেকে সাড়ে ১৩ শতাংশের নিচে হলে ওই ব্যাংক সাড়ে ৭ শতাংশ নগদসহ ১৫ শতাংশ লভ্যাংশ দিতে পারবে। এ তালিকায় রয়েছে- মার্কেন্টাইল, ন্যাশনাল, এনসিসি, ওয়ান, ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম, স্ট্যান্ডার্ড, এসবিএসসি ও এনআরবিসি ব্যাংক। আর ১০ দশমিক ৭২৫ শতাংশ থেকে ১১ দশমিক ৮৭৫ শতাংশের নিচে রয়েছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, আইএফআইসি, ইউনিয়ন, এবি ও গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক।

বিশ্বসেরা জিপিএইচ
কোয়ান্টাম স্টিল
QUANTUM
GPH ispat

- **এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা নিয়ে প্রতিবেদন লেখার কৌশল :**

এজেন্ট ব্যাংকিং এ নাকি ব্যাংকের লাভ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা নির্দেশনা থাকলেও এ সেবার পুরো সুবিধা পেতে আপনি গ্রাহকের মন্তব্য নিয়ে নানাভাবে নিউজ করতে পারেন। একইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের উপর প্রকাশিত ডাটা বিশ্লেষণ করে আমানত, ঋণ প্রদান, রেমিট্যান্স প্রদানসহ নানা ডাটা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন করতে হবে। আমার অভিজ্ঞতায় কয়েকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের কার্যক্রম দেখে মনে হয়েছে ব্যাংকের পরিধি বাড়লেও অনেক ব্যাংক এখন শুধু আমানত সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী এ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ ও রেমিট্যান্স প্রদানসহ বিভিন্ন সেবা চালু থাকলেও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পুরোপুরি সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছেন। সুতরাং এ সেবার সুবিধা নিয়ে রিপোর্ট করার পাশাপাশি গ্রাহক সেবার নানা অসুবিধা নিয়েও প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে দেশে ২৯টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে এই সেবার মাধ্যমে ঋণ দিচ্ছে ১১টি ব্যাংক। এর মধ্যে আবার কিছু ব্যাংক আমানত সংগ্রহের চেয়ে ঋণ বিতরণেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের

ওপর প্রকাশিত ডাটা অনুযায়ী, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণে ব্র্যাক ব্যাংক ও আমানতে ইসলামী ব্যাংক সবার শীর্ষে অবস্থান করে। তখন ব্র্যাক ব্যাংকের দেওয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৫৬৮ কোটি টাকা। আর ইসলামী ব্যাংকের আমানত দাঁড়িয়েছিল ৮ হাজার ৫০৩ কোটি টাকা। এভাবে বিভিন্ন অ্যাংগেলে আপনি নিউজ করতে পারেন। আবার কিছু কিছু ব্যাংক এ সেবার মাধ্যমে শুধু আমানত সংগ্রহই করছে এমন তথ্য ডাটায় থাকলেও নেগেটিভ প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। নিম্নে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদন দেখে নিন :

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের জনপ্রিয়তা বাড়ছে

● শাহীন হাওলাদার

ক্রমেই জনপ্রিয়তা বাড়ছে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের। সরাসরি ব্যাংকে না গিয়ে হাতের নাগালের মধ্যেই বিশ্বস্ত ব্যাংকিং সেবা পাওয়ায় বেড়েছে হিসাব খোলা ও আমানতের পরিমাণ। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গত মার্চ মাস শেষে আমানতের পরিমাণ বেড়ে ৩ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। গত ডিসেম্বর শেষে ছিল ৩ হাজার ১১২ কোটি টাকা। অর্থাৎ তিন মাসের ব্যবধানে ৬২২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা বা প্রায় ৮০ শতাংশ রয়েছে তিন ব্যাংকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং বিষয়ে হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, সম্প্রতি মূল

এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ১

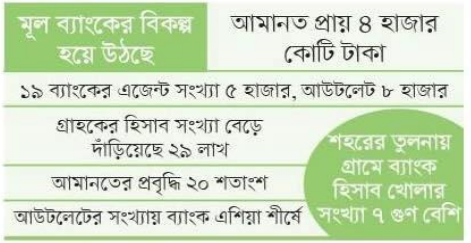

AGENT BANKING

Loan disbursements a far cry as banks focus on deposits

Shahin Howlader

Agent banking began in Bangladesh back in 2014, with the goal to make banking services more accessible to the public, and provide them with easier loan facilities. But an analysis of the last five years' data indicates that the banks are just focusing on collecting deposits instead.

Twenty-eight banks currently offer agent banking services in the country, and their deposits from this service stood at Tk 20,379 crore as of June 2021. But, these banks disbursed only Tk 3,186 crore as loans -- a meager 15.63 per cent of the deposits, central bank reports say.

A key aim of this initiative is to offer banking and loan services to people in remote areas of Bangladesh. Though banks began collecting deposits from their customers right after the agent banking operations began in 2014, loan disbursement did not start until 2018.

According to Bangladesh Bank, deposits gained from agent banking reached Tk 651.21 crore by the end of June 2017.

By the end of June 2018, agent banking deposits reached Tk 2,012.72 crore. At the end of June 2019, deposits collected through agent banking services reached 5,284.46 crore -- a staggering increase of Tk3,271.69 crore.

These banks had disbursed only Tk 237.35 crore in loans during that period.

By the end of June 2020, the total amount of deposits through agent banking reached Tk 10,220.21 crore, but loan disbursements stood at Tk720.54 crore.

At the end of June 2021, 28 banks were operating agent banking services across the country through 12,912 agents and 17,145 outlets, and their collected deposits had reached Tk 20,379 crore.

Loan disbursements through agent banking outlets stood at only Tk 3,186 crore during that period.

No loans disbursed by 18 banks

Latest central bank reports show that among the 28 banks involved with agent banking, 18 did not disburse any loans at all as of June 2021.

These banks include the Agrani Bank, NRB Commercial Bank, Social Islami Bank, Standard Bank, First Security Islami Bank, Midland Bank, and United Commercial Bank.

A number of bankers told The Business Post that it will take some time to bring people from remote areas under banking operations.

These banks are currently facing a multitude of issues, including a lack of information about the overall situation in remote areas, a lack of documents necessary for disbursing loans, and a lack of interest from these banks to provide small loans, they added.

Bankers, however, assured that the banks will boost loan disbursements through agent banking in the coming days.

On the issue, Agrani Bank Managing Director and CEO Mohammad Shams-Ul Islam said, "We have not yet begun disbursing loans. But the Bangladesh Bank has been asking us to start handing out loans for some time.

"Our board has recently discussed the possibility of disbursing loans through a few selected branches under a pilot project. We will begin the process in future."

Mutual Trust Bank's Managing Director and Association of Bankers, Bangladesh's former chairman Syed Mahbubur Rahman said, "The main target of agent banking is to bring people living in remote areas under the banking operation.

"But a major issue for the banks is learning about the overall situation in areas where the loans will be disbursed. The banks are taking their time, and they are also not very interested in handing out small loans."

"Through people in remote areas have been brought under banking services, most of them do not have the necessary documents to apply for loans. This is why loan disbursements are not increasing on the same level as deposits," Rahman said.

Leading experts told The Business Post that though a handful of banks are showing improvement in various indicators, many others are using the agent banking facility as a new kind of business.

Commenting on the matter, Bangladesh Bank's former governor Dr Salehuddin Ahmed said, "I had disagreed with the agent banking service issue right from the beginning. If we look at other countries, we will note that the facility is not very beneficial to the people or businesses.

"This is just another [business] strategy of the banks, nothing else."

He continued, "Agent banking is not being used to provide financial services to remote or rural areas in the country, it is just a trick to move money out of the rural regions.

"The central bank should take steps in this regard as soon as possible."

Bangladesh Bank's former governor Dr Atiur Rahman said, "Agent banking services are focusing more on collecting deposits. But these people would not have such savings without a banking service at near them.

He continued, "The central bank should pay more attention to whether the banks are focusing on disbursing agriculture and SME (small and medium enterprises) loans through their agent banking operations.

"These banks have to be motivated and provided with necessary directives in this regard."

Dr Rahman added, "The Bangladesh Bank can take a few new refinancing schemes to further expand agent banking services. It can also think about allowing the distribution of a portion of start-up funds through these banks.

Addressing the issue, Bangladesh Bank's Executive Director and spokesperson Serajul Islam said, "The central bank had taken up the agent banking initiative to provide banking services at the doorstep of people living in remote regions across Bangladesh.

"It is not true that the banks are using this service only to collect deposits. However, these banks should not just continue to collect deposits either."

The regulator will take action against banks that are deviating from the main goals of agent banking services, he added.

28 banks currently involved in agent banking

Deposits reached Tk20,379cr as of June 2021

Tk3,186cr or 15.63% disbursed as loans so far

Loan disbursements did not start until 2018

No loans disbursed by 18 banks as of June 2021

আমানতের নয়া ফাঁদ এজেন্ট ব্যাংকিং

গ্রামাঞ্চল থেকে অর্থ স্থানান্তরের এটা একটা কৌশল : ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ

বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবে বাংলাদেশ ব্যাংক

● শাহীন হাওলাদার

ব্যাংক আমানতের নতুন কৌশল এজেন্ট ব্যাংকিং। নতুন এই সেবা গ্রামীণ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সঞ্চয়ের টাকা লুফে নিতে ব্যাংকের নতুন ফাঁদ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা নির্দেশনা থাকলেও এ সেবার পুরো সুবিধা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের পরিধি বাড়লেও অনেক ব্যাংক এখন শুধু আমানত সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। প্রান্তিক মানুষের সেবা প্রদানে অনুমোদিত ব্যাংকগুলোর মধ্যে গুটিকয়েক ব্যাংক বিভিন্ন সূচকে ভালো করলেও অধিকাংশ ব্যাংকই এ সেবাকে নতুন ব্যবসা হিসেবে বেঁচে নিয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, মূল ব্যাংকিংয়ের বিকল্প হিসেবে অনেকেই ঝুঁকছেন এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী এ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ ও রেমিট্যান্স প্রদানসহ বিভিন্ন সেবা চালু থাকলেও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ পুরোপুরি সুবিধা বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সেবার পরিধি আরও বাড়লে প্রান্তিক মানুষের সেবায় ব্যাংকগুলোকে

এরপর পৃষ্ঠা : ৫ কলাম ১

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের উপর কয়েকটি প্রতিবেদন কিউআর কোডে দেওয়া হলো :

- **মোবাইল ব্যাংকিং সেবা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির নিয়ম :**

দ্রুততম সময়ে টাকা পাঠানোর অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম মোবাইল ব্যাংকিং। বর্তমানে এ সেবা ব্যবহার করেই গ্রাহকরা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে এ সেবার মাধ্যমে লেনদেন করে থাকেন। এমনকি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রবাসীরা তাদের পরিবার পরিজন ও নিকটাত্মীয়ের কাছে রেমিট্যান্স পাঠান। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এসব প্রতিবেদন দেখে আপনি বিভিন্নভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন। যেমন– লেনদেন বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস, সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় একাউন্ট, এজেন্ট সংখ্যা কিংবা দৈনন্দিন লেনদেন এর পরিমাণ নিয়েও প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন। নিম্নে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের উপর প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদনের নমুনা প্রদান করা হলো :

মোবাইল ব্যাংকিং

প্রতিদিন গড়ে লেনদেন ১ হাজার ১২৫ কোটি

৩ কোটি ৩৯ লাখ হিসাব বন্ধ

গ্রাহক ৬ কোটি ৭৪ লাখ

ফেব্রুয়ারি মাসে লেনদেন কমেছে ৯ শতাংশ

লেনদেনের শীর্ষে 'বিকাশ' ও 'রকেট'

● শাহীন হাওলাদার

দ্রুততম সময়ে এক স্থান হতে অন্য স্থানে টাকা পাঠানোর অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম মোবাইল ব্যাংকিং। বর্তমানে এ সেবা ব্যবহার করেই মানুষ তাদের পরিবার পরিজন ও নিকটাত্মীয়ের কাছে বেশি টাকা পাঠাচ্ছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, দেশে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের গ্রাহক সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৬ কোটি ৭৩ লাখ ৬৬ হাজার। এর মধ্যে ৩ কোটি ৩৯ লাখ ৩৬ হাজার হিসাবই বন্ধ রয়েছে। এতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেন কমেছে ৯ শতাংশের মতো। সক্রিয় ৩ কোটি ৩৪ লাখ হিসাব দিয়ে প্রতিদিন গড়ে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ১২৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি মাসে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ক্যাশ ইন ট্রানজেকশন হয়েছে ১২ হাজার ৩৫৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। এ সময়ে ক্যাশ আউট ট্রানজেকশন হয়েছে ১১ হাজার ৯৪৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। আগের মাস জানুয়ারিতে ক্যাশ ইন ও ক্যাশ

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

বিস্তারিত জানতে হলে শিরোনাম দিয়ে গুগলে সার্চ করেও দেখতে পারেন।

হিসাব খোলা ও পরিচালনা নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কড়াকড়ি

মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ৫০ শতাংশ হিসাব নিষ্ক্রিয়

● শাহীন হাওলাদার

দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম মোবাইল ব্যাংকিং। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ হুন্ডি তৎপরতার বিরুদ্ধে হিসাব খোলা ও পরিচালনা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি-নিষেধের ফলে মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। বর্তমানে দেশে ১৬টি ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। এ সেবায় আওতায় দেশে নিবন্ধিত গ্রাহক রয়েছে ৬ কোটি ৭৩ লাখ ৬৬ হাজার। এর মধ্যে সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৩৪ লাখ ৩০ হাজার। সেই হিসাবে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ৫০ দশমিক ৩৭ শতাংশ হিসাবই নিষ্ক্রিয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম সময়ের আলোকে বলেন, নতুন নির্দেশনায় হিসাব খোলা ও পরিচালনা নিয়ে আলো মোবাইল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের তথ্য হালনাগাদ করায় নিষ্ক্রিয় বা বন্ধ হিসাবের সংখ্যা বেড়েছে। সাময়িক সময়ের জন্য সক্রিয় হিসাবের সংখ্যা কমলেও ভবিষ্যতের জন্য এটা ভালো দিক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মোবাইল আর্থিক সেবার (এমএফএস) সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মোবাইল ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক সংখ্যা ধারাবাহিক বাড়লেও সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা সেই হারে বাড়েনি। ফেব্রুয়ারি শেষে এসব প্রতিষ্ঠানে মোট নিবন্ধিত এমএফএস হিসাবের গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৭৩ লাখ ৬৬ হাজার। এ সেবায় গত ফেব্রুয়ারিতে প্রতিদিন গড়ে ৬৯ লাখ ৫৬ হাজার লেনদেন হয়েছে। এর মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ১২৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। আর আলোচিত সময়ে মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৯ হাজার ২২ জন।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ২১ কোটি ৮৭ হাজার বার টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছিল ৩২ হাজার ১০৫ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। কিন্তু ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি শেষে ১৯ কোটি ৪৭ লাখ ৭১ হাজার বারে লেনদেন হয়েছে ৩১ হাজার ৫১২ কোটি ৬০ লাখ টাকা। সুতরাং ২ মাসের ব্যবধানে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে ৫৯২ কোটি ৯৭ লাখ টাকা লেনদেন কমেছে। যা আগের মাসের তুলনায় ৯ শতাংশ কম।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দৈনিক ও মাসিক লেনদেনের সীমা কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে একজন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের গ্রাহক একবারে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। আগে এই হার ছিল ২৫ হাজার টাকা। গ্রাহক দৈনিক দুই বার এবং মাসে ১০ বার এই সেবা নিতে পারবেন, যা আগে ছিল দৈনিক তিন বার এবং মাসে ১০ বার। একই সঙ্গে দৈনিক জমার সীমাও পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে এখন থেকে দিনে সর্বোচ্চ দুই বারে ১৫ হাজার টাকা করে পাঠানো যাবে। যা মাসে সর্বমোট ২০ বারে ১ লাখ টাকার বেশি হতে পারবে না। আগে দিনে পাঁচ বারে ২৫ হাজার টাকা এবং মাসে সর্বোচ্চ ২০ বারে দেড় লাখ টাকা করে জমা করা যেত। এ ছাড়া একটি মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে টাকা জমার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই হিসাব থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকার বেশি নগদ উত্তোলন করা যাবে না। পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা বা এর অধিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিপত্র প্রদর্শনের বিধান করা হয়েছে। এমনকি রেজিস্ট্রারে গ্রাহকের স্বাক্ষর বা টিপসই সংরক্ষণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোনো এজেন্ট এ ধরনের কার্যাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন না করলে বা গাফিলতির প্রমাণ পাওয়া গেলে এজেন্টশিপ বাতিল করারও নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

- ১৬ ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদান
- মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্ট ৯ লাখ ৯ হাজার
- নিবন্ধিত গ্রাহক ৬ কোটি ৭৩ লাখ ৬৬ হাজার
- প্রতিদিন লেনদেন গড়ে ১২৫ কোটি টাকা
- মোবাইল ব্যাংকিংয়ের শীর্ষে বিকাশ

নিয়ম অনুযায়ী, কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে টানা তিন মাস কোনো ধরনের লেনদেন না হলে তা ইন-অ্যাকটিভ বা নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট হিসেবে বিবেচিত হয়। আর তিন মাসের মধ্যে একটি লেনদেন হলেই তা সক্রিয় হিসেবে বিবেচিত। অবশ্য বড় কোনো অনিয়ম না পাওয়া গেলে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে না ব্যাংক। কিন্তু সম্প্রতি মোবাইল ব্যাংকিং সেবায় অপব্যবহার ঠেকাতে বেশকিছু নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে হিসাব খোলা ও পরিচালনা এবং লেনদেনে আরও বেশি কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়, এখন একজন ব্যক্তি একটি সিম দিয়ে যেকোনো মোবাইল ব্যাংকিং সেবায় একটি মাত্র হিসাব চালু রাখতে পারবেন। ওই নির্দেশনার পর যাদের একাধিক হিসাব ছিল তা বন্ধ করা হয়। চলমান রয়েছে, তা দ্রুত বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১১ সালের ৩১ মার্চ বেসরকারি খাতের ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালুর মধ্য দিয়ে দেশে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের যাত্রা শুরু হয়। এর পরপরই ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে বিকাশ। ১৮টি ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করলেও নতুন বছরের জানুয়ারি মাস থেকে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ২ ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং বন্ধ করে দিয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ে শুধু লেনদেন নয়, যুক্ত হচ্ছে অনেক নতুন সেবাও। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল অর্থাৎ সেবা মূল্য পরিশোধ, কেনাকাটার বিল পরিশোধ, বেতনভাতা প্রদান, বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো অর্থাৎ রেমিট্যান্স প্রেরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা এখন পছন্দের মাধ্যম। বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং সেবায় বাজারের সিংহভাগই বিকাশের দখলে।

বন্ধ হলো ৬৩ লাখ মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব

শেখ শাফায়াত হোসেন

দীর্ঘদিন লেনদেন না করায় ৬৩ লাখ নিবন্ধিত মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব বন্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এসব নিবন্ধিত হিসাবের মধ্যে ৪৭ লাখ হিসাবই শিওরক্যাশের মাধ্যমে খোলা হয়েছিল। এছাড়া বন্ধ হওয়া বাকি ১৬ লাখ হিসাবের বেশিরভাগই ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের। এ ব্যাংকটির মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ইউক্যাশ বন্ধ থাকায় এর গ্রাহকদের হিসাবও বন্ধ করা হয়। তবে ব্যাংকটির নতুন সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান 'উপায়' মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করায় ইউক্যাশের গ্রাহকরা মাইগ্রেশন করার সুযোগ পাচ্ছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এ দুটি প্রতিষ্ঠানের এমএফএসের আওতায় খোলা হিসাব বন্ধ হওয়ায় গত এপ্রিলে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের (এমএফএস) নিবন্ধিত হিসাব কমে ৯ কোটি ৬৪ লাখ ৭৬ হাজারে নেমেছে। গত মার্চে এমএফএসের নিবন্ধিত হিসাব ছিল ১০ কোটি ২৭ লাখ। সেই হিসাবে গত এপ্রিলে নিবন্ধিত হিসাব কমার হার ৬ দশমিক ১ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মো. মেজবাউল হক দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'এ হিসাবগুলোতে দীর্ঘদিন লেনদেন না হওয়ায় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা মোবাইল ফোন সিম ১৮ মাস ব্যবহার না হলে ওই সিম অন্য কারও নামে বিক্রি করতে পারে মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিগুলো। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা রয়েছে, কোনো মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব ১৫ মাস ধরে লেনদেন না হলে তা বন্ধ করে দিতে হবে।'

এ ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে ১৫ মাস ধরে লেনদেন না হওয়ায় এ সিমগুলো আর ব্যবহার হচ্ছে না বলে ধরে নেওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে এ সিমগুলো অন্য গ্রাহকের কাছে বিক্রি করা হলে, মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে জমা থাকা টাকাগুলো নতুন সিমের গ্রাহকের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে হিসাবগুলো বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হয় বলে জানান মো. মেজবাউল হক।

জানা গেছে, শিওরক্যাশের মাধ্যমে রূপালী ব্যাংক মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করত। তবে ডাক বিভাগের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ চালু হওয়ার পর উপবৃত্তির টাকা বিতরণ শুরু করে। এ কারণে শিওরক্যাশ এ সেবাটি বন্ধ করে দেয়। ফলে প্রায় ৪৭ লাখ হিসাব নিষ্ক্রিয় থাকে। এছাড়া ইউক্যাশ বন্ধ করে নতুন সেবা 'উপায়' চালু করেছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক। উপায়ের হেড অব এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড করপোরেট কমিউনিকেশন জাহেদুল ইসলাম বলেন, 'ইউক্যাশের

> মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব বন্ধ হওয়া নিবন্ধিত হিসাবের মধ্যে ৪৭ লাখ হিসাবই শিওরক্যাশের মাধ্যমে খোলা হয়েছিল। এছাড়া বন্ধ হওয়া বাকি ১৬ লাখ হিসাবের বেশিরভাগই ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের

গ্রাহকরা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে গোপন পিন নম্বর রিসেট করে উপায়ের গ্রাহক হিসেবে মাইগ্রেশন করতে পারছেন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যারা এরই মধ্যে পিন রিসেট করেছেন তারা উপায়ের গ্রাহক হয়েছেন।' গত মার্চে উপায় চালু হওয়ার পর থেকে এ সেবার গ্রাহক ১০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে বলে জানান তিনি।

তবে এপ্রিলে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক সংখ্যা কমলেও সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা বেড়েছে। আলোচিত সময়ে এমএফএস সক্রিয় গ্রাহক এক মাসের ব্যবধানে ৬ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ৬৭ লাখ ৪৯ হাজারে। এ সময় মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০ লাখ ৬১ হাজার ৭৮০-তে। মার্চের তুলনায় এপ্রিলে লেনদেনও বেড়েছে। এমএফএসে এপ্রিল মাসে লেনদেন হয়েছে ৬৩ হাজার ৪৭৮ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। প্রতিদিন গড় লেনদেন প্রায় ২ হাজার ১১৬ কোটি টাকা। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এসব হিসাবে ডাক বিভাগের মোবাইলে আর্থিক সেবা 'নগদ' এর তথ্য নেই। তাহলে লেনদেনের পরিমাণ আরও বাড়ত বলে মনে করছেন খাতসংশ্লিষ্টরা।

মোবাইল ব্যাংকিংয়ে শুধু লেনদেন নয়, যুক্ত হচ্ছে অনেক নতুন নতুন সেবাও। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল অর্থাৎ সেবামূল্য পরিশোধ, কেনাকাটার বিল পরিশোধ, বেতনভাতা প্রদান, বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো অর্থাৎ রেমিট্যান্স প্রেরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সেবা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ব্যাংক থেকে মোবাইলে ও মোবাইল থেকে ব্যাংকেও লেনদেন করারও সুবিধা পাচ্ছেন গ্রাহক।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল মাসে এমএফএসে রেমিট্যান্স সংগ্রহ প্রায় ১৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১২ কোটি টাকা। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি হিসাবে অর্থ স্থানান্তর হয়েছে ১৯ হাজার ৩৪ কোটি টাকা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেতনভাতা বিতরণ হয়েছে ২ হাজার ৪০৫ কোটি টাকা। সেবার বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৯৬২ কোটি টাকা। কেনাকাটার বিল পরিশোধ হয়েছে ২ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা।

এদিকে প্রস্তাবিত ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) বা মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর করপোরেট কর বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। গত বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে আগামী বাজেটের রূপরেখা উপস্থাপনকালে অর্থমন্ত্রী পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমএফএস প্রতিষ্ঠানের করপোরেট কর ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করার প্রস্তাব করেন। একই সঙ্গে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এমএফএস কোম্পানির করপোরেট কর ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে সাড়ে ৩৭ শতাংশ করার প্রস্তাব করেন অর্থমন্ত্রী।

- **সরকারের ব্যাংক ঋণের প্রতিবেদন কীভাবে লিখবেন?**

সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণ নিয়ে থাকে। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকার কী পরিমাণ ঋণ নেয় তার ডাটাও কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। নিম্নে একটি প্রতিবেদনের নমুনা প্রদত্ত হলো :

সরকারের ব্যাংকঋণ বাড়ছে

শাহীন হাওলাদার

বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতি এখন নাজুক অবস্থায়। দু'বছর আগে ঋণ প্রবৃদ্ধিতে যে জোয়ার ছিল, সেখানে এখন ভাটার টান। ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধির পতন ঘটছে। এর মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। চলতি অর্থবছরের ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের নিট ঋণের পরিমাণ ৩৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, ব্যাংকগুলোতে একদিকে খেলাপি ঋণের পাহাড় জমেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয়পত্রের দিকে ধাবিত হওয়ার কারণে ব্যাংকগুলোতে চলছে নগদ টাকার তীব্র সংকট, এর ওপর সরকারের ঋণ গ্রহণের হার বেড়ে যাওয়ায় বেসরকারি বিনিয়োগ আরও সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। ফলে এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থানের ওপর। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সময়ের আলোকে বলেন, সরকারের ঋণ বাড়লে বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ, কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির ওপর প্রভাব পড়ে। অন্যদিকে সরকার ঋণ নিচ্ছে বড় বড় মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য। তবে এর রিটার্ন তো ইমিডিয়েট আসে না। অর্থনীতির জন্য এটি নেতিবাচক দিক। তিনি বলেন, বিদেশি ঋণের ক্ষেত্রে এখন অনেক শর্ত দেওয়া হয়। যে কারণে সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। তবে দিন দিন সরকার ঋণ নিতে থাকলে সে ঋণের চাপ সাধারণ মানুষের ওপরও পড়ে। সরকারের উচিত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে যতটা সম্ভব ঋণ কম নেওয়া। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণের পরিমাণ যত কম হবে অর্থনীতির জন্য ততই ভালো হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, গত অর্থবছর শেষে ব্যাংক খাতে সরকারের ঋণস্থিতি ছিল ১ লাখ ৮ হাজার ৯৫ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের ২৯ অক্টোবর

> সরকারের ব্যাংকঋণ ৩৩ হাজার ৭০ কোটি টাকা
>
> বাংলাদেশ ব্যাংকের রয়েছে ৬ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা
>
> সরকারের ঋণ বাড়লে বেসরকারি খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে : ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ
>
> বড় অঙ্কের ঋণ নিলে ব্যক্তিশ্রেণির উদ্যোক্তারা খুব অসুবিধায় পড়বে : খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

প্রতিবেদনটির বিস্তারিত দেখতে শিরোনাম লিখে গুগলে সার্চ দিন .

- **ব্যাংকের আমানত নিয়ে রিপোর্ট**

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতের চিত্র তুলে ধরতে হলে এসব প্রতিবেদনের ডাটা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। বিভিন্ন সালের কিংবা পুর্ববর্তী ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের সাথে তুলনা করে আমানত বৃদ্ধি কিংবা কমে যাওয়ার প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। আমানতের চিত্র বিভিন্নভাবে পাঠকের মাঝে তুলে ধরতে পারবেন। নিম্নে আমানতের উপর কয়েকটা প্রতিবেদন প্রদত্ত হলো :

Deposits to NBFIs rise, loan distributions fall

Shahin Hawlader

The non-bank financial institutions (NBFIs) have witnessed a boost in deposits even amid the Covid-19 pandemic, reaching Tk44,536 crore in June 2021 – an increase of Tk418 crore compared to same month last year.

However, the amount of loans distributed by NBFIs has declined during this period, going down from Tk67,159 crore to Tk67,094 crore when compared year on year – showing a decrease of Tk65 crore.

Industry insiders said the NBFIs have taken a more cautious approach in disbursing loans, and this is why the amount of disbursements has dropped by some amount. Moreover, NBFIs' loan interest rate is comparatively higher, so most customers are going to the banks instead.

IPDC Finance Ltd's Managing Director and CEO Mominul Islam told The Business Post, "The larger institutions are not facing any big issues regarding deposits, but the smaller ones are witnessing disinterest from their customers because of the People's Leasing and Financial Services Ltd incident.

"Banks are also showing disinterest in giving funds to smaller NBFIs, making their situation more difficult. But the market now has excess liquidity, so these institutions are making a recovery. We are making an effort with the Bangladesh Bank to further boost this sector."

Mominul, who is also the chairman of the Bangladesh Leasing and Finance Companies Association, continued, "If a company possesses a good reputation, if their amount of defaulted loans is low, it will not be difficult for them to attract deposits.

"Besides, the amount of loan disbursements in the sector is now relatively low."

Latest central bank data shows that at the end of March this year, non-performing loans (NPLs) in 34 NBFIs stood at Tk10,353 crore – 15.46% of the total outstanding loans. At the same time, the total outstanding loans in the sector stood at Tk66,962 crore.

Amid the Covid-19 epidemic, the Bangladesh Bank had given a number of policy assistance to the country's NBFIs, extending more liquidity assistance to them. It also had repeatedly instructed the banks not to withdraw deposits from such institutions.

A central bank official – on condition of anonymity – said, "Because of some weak institutions, there has been a negative impact on the sector as a whole. The investment and business of the NBFIs have decreased due to irregularities of several companies – including the People's Leasing Ltd.

"The amount of deposits of NBFIs has increased due to excess liquidity in the market."

On the issue, Bangladesh Bank Executive Director and spokesperson Serajul Islam said, "The overall condition of the financial institutions is not bad. The central bank is taking steps so help weaker institutions grow again."

> "The amount of deposits of NBFIs has increased due to excess liquidity in the market

বাড়ছে কোটিপতির সংখ্যা আয় বৈষম্যও বেড়েছে

ব্যাংকে কোটি টাকার হিসাব সংখ্যা ৭৫ হাজার ৩৪৩টি

মোট আমানতের পরিমাণ ১০ লাখ ৮১ হাজার কোটি টাকা

দেশে আয় বৈষম্য অতিমাত্রায় বাড়ছে : ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

● শাহীন হাওলাদার

দেশের অর্থনীতির আকার বৃদ্ধিতে কোটিপতির সংখ্যাও বেড়েছে। পাঁচ বছর আগে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে কোটি টাকার ব্যাংক হিসাবের সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ১৩০টি। ২০১৮ সালে ডিসেম্বর শেষে এ সংখ্যা বেড়ে ৭৫ হাজার ৩৪৩টিতে দাঁড়িয়েছে। পাঁচ বছরের ব্যবধানে ব্যাংকিং খাতে নতুন ৫২ হাজার ২১৩টি হিসাব যুক্ত হয়েছে। তবে ব্যাংকিং হিসাবের বাইরে আরও অনেক কোটিপতি রয়েছেন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম সময়ের আলোকে বলেন, ব্যাংক খাতে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা ৭৫ হাজার হলেও বাস্তবে কোটিপতির সংখ্যা আরও বেশি। অন্যদিকে দেশে আয় বৈষম্য বাড়ছে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী আমাদের দেশের আয় বৈষম্য অতিমাত্রায় ধরে নেওয়া হয়। এতে একটি শ্রেণি ধনী হয়ে যাচ্ছে অন্য শ্রেণি পেছনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, করের ক্ষেত্রে যেমন অনেকে কর ফাঁকি দেয় তেমনি অনেকে যাকাতও ফাঁকি দেয়। করের সঙ্গে সঙ্গে যাকাতকেও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যেতে পারে যাতে বেশি সংখ্যক মানুষকে সাহায্য করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণ প্রবাহের ৭০ শতাংশেরও এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৭

বিস্তারিত জানতে গুগলে শিরোনাম দিয়ে সার্চ দিন :

- **তদন্ত প্রতিবেদন দিয়ে কীভাবে সংবাদপত্রে রিপোর্ট তৈরি করবেন?**

বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন লিখি। আমরা কি জানি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তদন্ত প্রতিবেদন কী? ব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদন লেখার নিয়ম কী? ব্যাংকের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্যোগে ব্যাংকগুলোতে তদন্ত হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্ত করার জন্য সাধারণত তিন থেকে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই তদন্ত কমিটি ব্যাংকের অনিয়ম ও দুর্নীতির সব তথ্য উদ্‌ঘাটন করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী সুপারিশ প্রদান করে। একজন রিপোর্টারের সবচাইতে বড়ো ক্রেডিট হলো কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র পাঠকের মাঝে তুলে ধরা। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়মের বিষয় আপনি দেখলেও যতক্ষণ না পর্যন্ত এর লিখিত প্রমাণ না থাকে তাহলে আপনি সে রিপোর্ট প্রকাশ করলেও তার কোনো ভিত্তি থাকে না। অনেক সময় এসব রিপোর্টের জন্য আপনাকে নানা খেসারতও দেওয়া লাগতে পারে। সুতরাং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তদন্ত প্রতিবেদন লেখার নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত কয়েকটি প্রতিবেদনে দেখে নিন।

BB unearths huge financial scam at Fareast Finance and Investment

Shahin Howlader

Fareast Finance and Investment Limited (FFIL) displayed "irregularities" in sanctioning loans approved by its board and management, according to an inspection by Bangladesh Bank.

Breaching banking rules and using fake documents, the loans had been given to its subsidiary company and some other companies due to excessive-by cosy relations.

A team of the central bank recently inspected the non-banking financial institution (NBFI) and unearthed the gross irregularities in its audit reports, expenditures and non-performing loan-write off.

Former FFIL Chairman MA Khaleque, former Managing Director Shantanu Shaha, former Deputy Managing Director Mohammed Hafizour Rahman and former Independent Director Md Rafiqul Islam have largely been involved in the financial fraud, said the BB findings.

In December 2014, Khaleque received a car worth Tk 66 lakh gifted by the then board as a token of love for a Tk 1. The car was bought by taking loans from International Leasing. This is a violation of the banking rules as an NBFI is not allowed to purchase a car not more than Tk 50 lakh.

In 2010, Fareast Stocks and Bonds, a subsidiary of FFIL, received Tk 117 crore from its parent company FFIL beyond the single-borrower exposure limit set by the BB, according to the findings.

No NBFI is allowed to borrow more than 30 per cent of its paid-up capital and reserve, according to the banking rules.

But there is a scope to extend the loan ceiling subject to the approval of the central bank. But in this case, FFIL management and board violated the rules.

In 2011, the total outstanding loans of Fareast Stocks and Bonds stood at more than Tk 275 crore to FFIL. The figure is 590 per cent higher than its paid-up capital plus reserve valued at Tk 47 crore, revealed the BB.

Though FFIL got no money back from its subsidiary company, it paid back Tk 130 crore to its depositors over the last five years, worsening its financial crisis.

It provided Tk 5 crore in loans to Westmond Power Bangladesh and Tk 2 crore to SKM Trading Center without proper documents, according to the report.

FFIL also written off loan performing loans to several companies, which were also provided loans inappropriately and bypassing banking rules, said the BB report. The companies are SKM Trading Center (Tk 4 crore), Limousine Club (Tk 10 lakh), Rotomax Industries (Tk 25 lakh), Karim Petroleum Ltd (Tk 60 lakh), Meherun Filling Station (Tk 1 crore), Prime Plus Diversified Jutex (Tk 1.5 crore), and Pick and Drop (over Tk 69 lakh).

Despite being an independent director of FFIL, Islam was also the director of Fareast Stocks and Bonds, which is also a violation of the securities rules. He pocketed about Tk 1.5 lakh in taking part in 18 board meetings of both the companies during his tenure, the report said.

Abusing his position, Hafizour Rahman helped his wife Nazmun Nahar open two BO accounts in the merchant bank and transacted shares worth Tk 12 crore. The BB inspection found that the accounts had no balance.

FFIL led by Khaleque and Shantanu relieved Rahman of his position without asking any explanation about the maneuvering.

The top executives of the NBFI invested a large number of funds in fixed deposit receipt or FDR to different banks and financial institutions for their financial gains, the report said.

The company inflated its interest income by Tk 8.24 crore to Tk 88 crore in its 2018 financial report. It also presented fake operational costs and fixed assets in the report.

It also concealed the original costs of making financial reports, operational costs and some other transactions.

The management also embezzled about Tk 40 lakh for making billboards by presenting false vouchers and documents, said the report.

"The BSEC recently recast the board. Along with BSEC, Bangladesh Bank is also auditing the company. When the audit will reveal everything will be fixed in the next 2 to 3 months," Muhammad Ali Zaryab, the current MD of FFIL, told The Business Post.

FFIL Independent Director Sheikh Nazmun Hoque Saikot said, "The then board led by Khaleque and Shantanu had committed irregularities from the very beginning, putting people's deposits at risk. They disappeared many documents. Yet, the present board is trying to find out the irregularities, if any."

Former BB governor Salehuddin Ahmed said, "Bangladesh Bank should closely monitor the weak NBFIs. Once it takes the incident lightly, the Fareast Finance's depositors will be in trouble."

"The tough action against those involved in the fraud is required so that no financial institutions like Fareast Finance dare to commit financial crimes in future," he said.

To help the financial institution get back on the rails, he suggested that it can be merged with another financially sound institution.

In March this year, Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) restructured the board of directors to make the NBFI financially sound and appointed a special auditor to review its financial statements.

In March 2020, the Anti-Corruption Commission imposed a travel ban on Khaleque who held key posts in several companies, including Prime Bank, Fareast Islami Life Insurance, Prime Islami Insurance, and Primeasia University.

In 2013, Fareast Finance and Investment got IPO approval to raise Tk 45 crore.

The stock exchanges categorised the company as a non-performing company as it failed to pay any dividend to its shareholders over the last five years.

আর্থিক অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার আখড়া সিটি ব্যাংক

নিয়োগে দুর্নীতির আশ্রয়

city bank

৩১ প্রার্থী নির্বাচনেই ব্যয় ১২ লাখ টাকা

অন্যায়ভাবে কর্মকর্তাদের চাকরি থেকে অপসারণ

মামলার পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা উপেক্ষা

ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ ব্যাখ্যা চেয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

শাহীন হাওলাদার

আর্থিক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার আখড়ায় পরিণত হয়েছে বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা উপেক্ষা করে কর্মকর্তাদের দ্রুত পদোন্নতি ও অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা, নিয়োগের নামে অনিয়ম ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানসহ নানা অব্যবস্থাপনা চলছে ব্যাংকটিতে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক তদন্ত প্রতিবেদনে ব্যাংকটির বিরুদ্ধে এসব তথ্য পাওয়া যায়। সে সঙ্গে এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যাংকটির

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ২

বিস্তারিত জানতে গুগলে শিরোনাম দিয়ে সার্চ দিন :

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি

অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার আখড়া স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

Standard Chartered

গ্রাহকের ঋণের সুদহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি

সুদহার একবারের পরিবর্তে বছরে ২ বার বৃদ্ধি

সুদহার বৃদ্ধির উপযুক্ত কারণ দিতে পারেনি ব্যাংকটি

ঋণের সুদ আদায়ে গ্রাহকদের সঙ্গে ভয়াবহ প্রতারণা

আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ গ্রাহকদের ফেরত দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ

শাহীন হাওলাদার

অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা-প্রতারণার আখড়ায় পরিণত হয়েছে বিদেশি মালিকানাধীন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অমান্য করে একাধিক গ্রাহকের কাছ থেকে গৃহঋণে অতিরিক্ত চার্জ আদায় করে তোপের মুখে পড়েছে ব্যাংকটি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চাইলে উপযুক্ত বক্তব্য প্রদান করতে পারেনি ব্যাংকটি।

এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ১

বিস্তারিত জানতে হলে শিরোনাম দিয়ে গুগলে সার্চ করেও দেখতে পারেন।

- **সাইবার ঝুঁকি নিয়ে রিপোর্ট**

বিশ্বব্যাপী সাইবার হামলার ঘটনা আমরা সকলেই জানি। কারো ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট হ্যাকিং কিংবা ব্যাংক হ্যাকিং করে অর্থ নিয়ে যাওয়ার ঘটনা আমাদের সবারই জানা। একজন রিপোর্টার হিসেবে সাইবার হামলার প্রতিরোধে দেশের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সিস্টেম কতখানি নিরাপদ, ম্যালওয়ারের (ভাইরাস) অনুপ্রবেশ কিংবা হ্যাকিং ঠেকাতে ব্যাংকগুলো সক্ষম কি না, দুর্বলতাগুলো কোথায় এবং কীভাবে অনলাইন ব্যাংকিং নিরাপদ করা যায়– এসব নিয়ে প্রতিবেদন লেখা খুবই জরুরি। ব্যাংকের তথ্য কীভাবে হ্যাকারদের কাছে যাচ্ছে এ বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে সতর্ক করার জন্য প্রতিবেদন লিখতে পারেন। বাংলাদেশের রিজার্ভ চুরির মতো বড়ো বড়ো সাইবার হামলা প্রতিরোধে নানা রিপোর্ট তৈরি করে পাঠক কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে পারেন যার ফলে আগামীতে যাতে ব্যাংকখাত আরও ঝুঁকিতে না পড়ে। তবে এ রিপোর্ট লিখতে হলে সাইবার হামলা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিতে হবে একই সঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে পারেন। আমার প্রকাশিত একটা রিপোর্টের নমুনা প্রদত্ত হলো–

তথ্যভান্ডার বিদেশিদের হাতে

ব্যাংকে সাইবার ঝুঁকি

● শাহীন হাওলাদার

বিদেশি কোম্পানির সফটওয়্যারপ্রীতির কারণে ক্রমেই সাইবার হামলার ঝুঁকি বাড়ছে দেশের ব্যাংক খাতে। এই একই কারণে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের তথ্য চলে যাচ্ছে বিদেশিদের হাতে, যা ব্যাংক খাতের জন্য বড় হুমকি। এখনই এ বিষয়ে সতর্ক না হলে যেকোনো সময় পুরো ব্যাংক খাতে ভয়াবহ ডিজিটাল দুর্যোগ নেমে আসতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তা ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মতো আবারও বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও রয়েছে।

এ বিষয়ে খোদ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ব্যাংকগুলোর বিদেশি সফটওয়্যারনির্ভরতাকে সেক্টরের জন্য বড় ঝুঁকিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্যাংকগুলোর উচিত দেশীয় সফটওয়্যার ব্যবহার করা। ব্যাংকগুলো যখন বিদেশি সফটওয়্যার ব্যবহার করে তখন বস্তুতপক্ষেই ধরে নেওয়া যেতে পারে আমাদের ব্যাংকের চেটাগুলো বিদেশিদের হাতে চলে যায়। এটা হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক দুর্বলতা। এসব ভয়ঙ্কর কার্যকলাপ থেকে যদি আমরা বেরিয়ে না আসতে পারি তা হলে দিন দিন ব্যাংকখাত আরও ঝুঁকিতে পড়ে যাবে।

> বিদেশি সফটওয়্যারনির্ভরতা ব্যাংক খাতের জন্য বড় ঝুঁকি : মোস্তাফা জব্বার

সাইবার নিরাপত্তায় নেক্সট জেনারেশন ফায়ারওয়াল (এনজিএফডব্লিউ) সফটওয়্যার স্থাপনে সক্ষমতার অভাব, আইটি বিষয়ে দক্ষ জনবলের অভাব, প্রশিক্ষণের অভাবেও সাইবার হামলার ঝুঁকি বাড়ছে। দক্ষ কর্মী তৈরি না করে বিদেশি কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে ভালো সফটওয়্যার কিনেই সীমাবদ্ধ রয়েছে ব্যাংকগুলো। করোনায় একদিকে ব্যাংক খাতে লেনদেনে প্রযুক্তিনির্ভরতা বেড়েছে, অন্যদিকে ভয়াবহ সাইবার হামলার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকরা। ব্যাংকগুলোর আইটি পরিচালনা নিয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানা গেছে, ব্যাংকগুলোর নিরাপদ নেটওয়ার্ক নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ম্যানেজড সুইচড (লেয়ার-৩), নেক্সট জেনারেশন ফায়ারওয়াল (এনজিএফডব্লিউ) এবং ই-মেইল গেটওয়ে।

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৬

বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন :

● ইসলামি ব্যাংকিং নিয়ে প্রতিবেদন কীভাবে করবেন?

ক্রমেই জনপ্রিয়তা বাড়ছে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের। এ জন্যই কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকের পাশাপাশি দেশে প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং শাখা ও ইসলামিক উইন্ডো চালু করছে অনেক ব্যাংক। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের এই সাফল্য ও অগ্রযাত্রা শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের এই অগ্রযাত্রাকে অকপটে স্বীকার করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। আইএমএফের ভাষ্যমতে, বিশ্বজুড়েই ইসলামি ব্যাংক ব্যাপক জনপ্রিয় হচ্ছে এবং এ ধারার ব্যাংকিংয়ের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। একজন রিপোর্টার হিসেবে ইসলামি ব্যাংকিং অন্যান্য দেশের ন্যায় কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত এমন নানা সংস্কারের জন্য নানা রিপোর্ট তৈরি

করতে পারেন। নিম্নে ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন কিংবা প্রসারের প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রদত্ত হলো।

গ্রাহক টানার নতুন কৌশল

নামেই ইসলামী ব্যাংকিং

আইন ছাড়াই কার্যক্রম চলছে ৩৭ বছর!

> কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নামমাত্র গাইডলাইন জারি
>
> ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জনই মূল লক্ষ্য
>
> কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরিয়াহ বোর্ড থাকা উচিত : ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ

● শাহীন হাওলাদার

প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংক ব্যবসায় টিকে থাকতে ব্যাংকের নতুন কৌশল এখন ইসলামী ব্যাংকিং। ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় নিজস্ব আইন না থাকা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নামমাত্র গাইডলাইন ও নিজস্ব শরিয়াহ বোর্ড না থাকাসহ বিভিন্ন দুর্বলতাকে পুঁজি করে গতানুগতিক ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ঝুঁকছে ব্যাংকগুলো। দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগের বিষয়কে কাজে লাগিয়ে আমানত ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে ভিন্নতার কথা বলে নামমাত্র ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে ৩৭ বছর ধরে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে এলেও এখন পর্যন্ত এ সংক্রান্ত আইন চালু হয়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, ইসলামী ব্যাংকের পরিধি যেমন বাড়ছে সেই সঙ্গে বাড়ছে নানা সুবিধা-অসুবিধাও। আইন না থাকায় ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ে জনমনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব শরিয়াহ বোর্ড না থাকায় ব্যাংকগুলোর নিজস্ব শরিয়াহ বোর্ডের সিদ্ধান্তেই চলছে এ ব্যবস্থার কার্যক্রম।

সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার আইন

এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ১

বিস্তারিত শিরোনাম লিখে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখে নিতে পারেন।

● অর্থঋণ আদালতে ব্যাংকের মামলা সংক্রান্ত রিপোর্ট :

অর্থঋণ আদালতের ব্যাংকের মামলাগুলোর হালচাল নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন। কেন মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা, ব্যাংকগুলোর দক্ষ জনবল সংকট, বিচারকের অভাব নাকি ব্যবস্থাপনায় নানা জটিলতা এসব নানা সমস্যার সমাধানে ব্যাংক সংশ্লিষ্টদের মতামত এবং মামলাসংখ্যার ডাটা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন। তবে অর্থঋণ আদালতের মামলা সংক্রান্ত সংগৃহীত ডাটা আপনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগেই পেতে পারেন। এসব মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ব্যাংকগুলোর যেমন ব্যয় বাড়ছে তেমনি মামলাগুলো চলছে বছরের পর বছর ধরে। বিশাল অঙ্কের অর্থ আটকে থাকলেও এ বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না ব্যাংকগুলো। একজন রিপোর্টার হিসেবে আপনার দায়িত্ব এ মামলার বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে আসতে সমস্যাগুলো খুঁজে প্রতিবেদন তৈরি করা। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন প্রতিবেদনে যেন আদালত অবমাননামূলক কোনো তথ্য প্রকাশ না হয়।

অর্থঋণ আদালত

মামলার বেড়াজালে ১ লাখ ৭ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা

● শাহীন হাওলাদার

অর্থঋণ আদালতে ব্যাংকগুলোর মামলার পাহাড় জমেছে। সর্বশেষ হিসাবে এ আদলতে মামলা ঝুলে আছে ৬১ হাজার ৮৬৮টি। যার বিপরীতে অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা। মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা, ব্যাংকগুলোর দক্ষ জনবল সংকট, বিচারকের অভাব ও ব্যবস্থাপনায় নানা জটিলতা সৃষ্টিতে ব্যাংকগুলোর যেমন ব্যয় বাড়ছে তেমনি মামলাগুলো চলছে বছরের পর বছর ধরে। বিশাল অংকের অর্থ আটকে থাকলেও এ বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না ব্যাংকগুলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা যায়, অর্থঋণ আদালতে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ছয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মামলার সংখ্যা ১৯ হাজার ৬৩টি। এতে পাওনা অর্থের পরিমাণ ৪৯ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকা। আর বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো অর্থঋণ আদালতে ৭ হাজার ৩৯৪টি মামলা করেছে, যার বিপরীতে ২ হাজার ৮৬১ কোটি টাকা পাওনা। অর্থঋণ আদালতে দেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ২৮ হাজার ৫৮২টি মামলা রয়েছে। এসব মামলায় ৫২ হাজার ৩৪০ কোটি টাকা পাওনা। এসব মামলায় ৫ হাজার ৭৪২ কোটি টাকা পাওনা। মামলাগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ায় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আটকে আছে।

এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম সময়ের আলোকে বলেন, মামলার এ বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আইন মন্ত্রণালয়সহ সমন্বিতভাবে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করা উচিত। সেই সঙ্গে নন কোর্টে যেগুলো ঝুলে আছে সেগুলোর একটা স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করে একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে কিভাবে এ মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা যায় সে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ সময়ের আলোকে বলেন, অর্থ ঋণ

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৩

মামলা সংখ্যা ৬২ হাজার

রাষ্ট্রায়ত্ত ৬ ব্যাংকের ৪৯ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকা

বেসরকারি ব্যাংকের ৫২ হাজার ৩৪০ কোটি টাকা

মামলার বৃত্ত থেকে বের হতে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি : ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য স্পেশাল বেঞ্চ তৈরি করা উচিত : ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ

মামলায় দীর্ঘসূত্রতা ও রিট আবেদনই বড় বাধা : এবিবি চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

বিস্তারিত দেখতে শিরোনাম দিয়ে গুগলে সার্চ করুন বা আরও কয়েকটি প্রতিবেদন দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন :

- **একটি ব্যাংক নিয়ে কী কী রিপোর্ট হতে পারে?**

তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে ব্যাংকগুলোর মধ্যে কেউ ভালো করছে কিংবা কেউ করছে না। পাঠকদের কাছে আপনি ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে কিংবা কোনো কোনো ব্যাংকের নানা অনিয়ম ধরে ধরেও রিপোর্ট করতে পারেন। যেমন আমি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক নিয়ে আমার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। প্রবাসীদের কল্যাণের নিমিত্তে যে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে ব্যাংকটি প্রবাসীদের কতটা উপকারে আসছে তা তুলে ধরলাম। ঠিক তদ্রূপ এমন অনেক ব্যাংক আছে যার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক নানা প্রতিবেদন তৈরি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়ে ব্যাংকের মূলধন, প্রভিশন ঘাটতি, এডিআর রেশিও, খেলাপিঋণসহ নানা তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেন। কোনো কোনো সময় ব্যাংকের কর্মকর্তারাও নানা অনিয়ম-জালিয়াতিতে লিপ্ত থাকতে পারে। এসব কর্মকর্তাদের দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন।

Probashi Kallyan Bank fails to lend a hand to expats

Shahin Hawladar

Of the 56 lakh workers who went abroad for employment in the past decade, less than one per cent of them or only 49,000 received loan from the Probashi Kallyan Bank.

Expatriate workers are even unable to send remittances back to Bangladesh through this bank, dedicated to the welfare of the diaspora.

Probashi Kallyan Bank began its journey as a specialised bank in April 2011 aiming to provide loans to expatriates. Later, the Bangladesh Bank permitted the institution to operate as a commercial bank in 2018, allowing it to perform all the functions of a commercial bank, such as foreign exchange trading, deposit collection and lending.

However, the bank has not been able to start its commercial banking activities in spite of having the opportunity for ten years, thanks to regulatory barriers.

According to the data provided by the bank and the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET), a workforce of 56 lakh 12 thousand went overseas in the last 10 years. Out of which, 49 thousand 303 were approved loans from the Probashi Kallyan Bank.

Any specialised branch of any bank could perform what this bank has done since its inception, experts said.

"I don't see any need for a new bank for the welfare of expatriates. Any other bank would take money from the government and lend it to the migrant workers if they were asked to do so. Setting up such a new bank only means recruiting some new government staff and creating new sectors to cause losses to the government," Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy Research Institute, told The Business Post.

ProbashiKallyan Bank has not been able to bring in remittances directly even after so many years as it still does not possess any nostro account, an account that a bank holds in a foreign currency in another bank for foreign exchange activities.

According to the financial report of the bank for 2019-20 financial year, it shows that its annual operating cost was Tk 18 crore 84 lakh, of which a hefty Tk 13 crore 70 lakh went to salaries and allowances.

Meanwhile, being unable to obtain loans from the bank, expatriates are forced to take loans at higher interest rates from other sources to cover the expenses of going abroad. These people manage 41.5 per cent of the money through borrowing from friends and relatives, 28.2 per cent from family members, 20.5 per cent from NGOs, 15.3 per cent from money lenders and 14.4 per cent by mortgaging land, says the latest survey by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

Declining the complaints, the bank's managing director Md Zahidul Haque said, "No one can cite a single example where an expatriate's loan application was declined."

"The main issue here is all our existing branches are currently affiliated with the technical training centres in different remote regions. We are trying to relocate these branches into city areas," he told The Business Post.

"Another major problem is that there is no data on how many people are going abroad for work, but no information on how many are coming back or who they are. Which is why we cannot provide loan facilities to the returned expatriates," Zahidul added.

There is also no restriction on bringing in remittances through this bank, he said, adding that it was a matter of procedural time.

Serajul Islam, executive director and spokesperson of the Bangladesh Bank, said the ProbashiKallyan Bank had signed an agreement on core banking activities and the initial work on this has already begun. The bank is scheduled to begin core banking activities in December 2021 as per the agreement.

The bank lent only Tk 619 crore lent to foreign-bound migrants in the last 10 years.

বিপদসীমায় এবি ব্যাংক

AB Bank

খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৬ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা

বর্তমানে মূলধন ঘাটতি রয়েছে ৪২২ কোটি টাকা

মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণের কারণেই ব্যাংকের এ অবস্থা : খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ

এবি ব্যাংককে সতর্কীকরণ প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে : বাংলাদেশ ব্যাংক

● শাহীন হাওলাদার

ঋণ জালিয়াতি ও ঋণ আদায়ে অব্যাহত ব্যর্থতায় মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছে বেসরকারি এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ২

জনতা ব্যাংক অনিয়মই নিয়ম

● শাহীন হাওলাদার

খেলাপি ঋণের ভারে প্রতিষ্ঠানটি এখন খাদের কিনারে

নানা অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার আখড়ায় পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংক। খেলাপি ঋণের ভারে প্রতিষ্ঠানটি এখন খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। সক্ষমতা বা যোগ্যতা যাচাই-বাছাই না করে নামে-বেনামে ঋণ বিতরণ করে খেলাপি ঋণে ভুগছে রাষ্ট্রায়ত্ত এ প্রতিষ্ঠানটি। অন্যদিকে হাতেগোনা গুটিকয়েক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বিতরণ করে আলোচনা-সমালোচনার শীর্ষে রয়েছেন ব্যাংকটির একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তা।

সূত্রে জানা গেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে বর্তমানে ব্যাংকটির এ দুরবস্থা। ঋণ বিতরণে নানা নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, জাল বা ভুয়া দলিলাদি দেখেই নামে-বেনামে ঋণ প্রদান ও বিদেশে অর্থ পাচারে সহযোগিতাসহ নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন ব্যাংকের কয়েক শীর্ষ কর্মকর্তা। ইতোমধ্যে ক্রিসেন্ট গ্রুপ ও অ্যানন টেক্স গ্রুপের ঋণ জালিয়াতির সঙ্গে ব্যাংকটির শীর্ষপদে থাকা ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

অন্যদিকে নানা অনিয়মে অভিযুক্ত হওয়ার পরও ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুছ ছালাম আজাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ। নানা কেলেঙ্কারির নেপথ্যের নায়ক ব্যাংকটির এই শীর্ষ কর্মকর্তাকে শাস্তির পরিবর্তে দেওয়া হলো পুরস্কার। পুনরায় এমডি হিসেবে নিয়োগ পেয়ে ব্যাংক সেক্টরে আরেক ইতিহাস করলেন তিনি। নানা অনিয়মে অভিযুক্ত হওয়ার পরও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে এনওসি প্রদান করেছে– এ নিয়েও ব্যাংক খাতে রয়েছে তীব্র সমালোচনা।

বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমডি নিয়োগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ না থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংক যখন কাউকে নানা অনিয়মে অভিযোগ করে, তখন কাউকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া ঠিক নয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া মানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর তার মানুষের আস্থা থাকে না। তাদের মতে, একই ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে আবার ভালো উপাধি এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ৬

বিস্তারিত জানতে হলে শিরোনাম লিখে গুগলে সার্চ দিয়ে দেখে নিতে পারেন।

- **স্বর্ণের মজুদ বা এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কীভাবে রিপোর্ট করবেন?**

চোরাইপথে আসা স্বর্ণগুলো কোথায় কীভাবে মজুদ রাখা হয় এবং মজুদকৃত স্বর্ণের নিলাম প্রক্রিয়া নিয়ে নানা প্রতিবেদন করতে পারেন। আমরা জানি চোরাইকৃত স্বর্ণ ধরা পড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব হলো স্বর্ণগুলো জমা রাখা। তবে দিনের পর দিন জমা থাকা অর্থনীতির জন্য সুখকর নয়। অতিমাত্রায় স্বর্ণ জমা হলে এগুলো নিলামে দেওয়াটাই যৌক্তিক এমন তথ্য উপাত্ত নিয়ে আপনি প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বর্ণ কিনে রিজার্ভে যুক্ত করবে কিনা, আটককৃত স্বর্ণগুলোর মধ্যে যেগুলোর মামলা বিচারাধীন প্রক্রিয়ায় রয়েছে সেসব মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা কিংবা চোরাকারবারিদের নিরুৎসাহিত করতে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেন। নিম্নে স্বর্ণ নিয়ে আমার প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রদত্ত হলো যা দেখলে আপনার রিপোর্ট তৈরিতে কিছুটা সহায়ক হবে।

মামলার বেড়াজালে আটকে ২ হাজার ৯৩০ কেজি স্বর্ণ

১১ বছর ধরে বন্ধ স্বর্ণ বিক্রির নিলাম প্রক্রিয়া

মামলা প্রক্রিয়ায় জব্দ স্বর্ণ বারের পরিমাণ ২ হাজার ১১১ কেজি : স্বর্ণালঙ্কার ৮১৯ কেজি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত স্বর্ণের নিলাম চান ব্যবসায়ীরা

বিচারাধীন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা উচিত : ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ

● শাহীন হাওলাদার

চোরাইপথে আসার পর বিভিন্ন সংস্থার অভিযানে ধরা পড়ছে স্বর্ণের বার ও স্বর্ণালঙ্কারের চোরাচালান। নিয়মানুযায়ী তা জমা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে বর্তমানে জমা রয়েছে প্রায় ২ হাজার ৯৭৭ কেজি স্বর্ণ। যার মধ্যে মামলা প্রক্রিয়ায় আলামত হিসেবে স্বর্ণ বার ও স্বর্ণালঙ্কার মিলিয়ে জব্দ রয়েছে প্রায় ২ হাজার ৯৩০ কেজি। চোরাই হিসেবে আটক স্বর্ণ নিলামের মাধ্যমে বিক্রির বিধান থাকলেও মামলার আলামত হিসেবে আইনি বেড়াজালে বন্দি আছে ওই বিপুল স্বর্ণ। আটক স্বর্ণ নিলামের মাধ্যমে বিক্রির এ প্রক্রিয়াটিও দীর্ঘ ১১ বছর বন্ধ রয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, অর্থনীতির স্বার্থে মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে জব্দকৃত স্বর্ণ বিক্রি করা উচিত। এতে স্থানীয়ভাবে স্বর্ণের সংকট যেমন দূর হবে, তেমনি কমবে চোরাচালান। এ ছাড়াও এই বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রির মূল্য জাতীয় রাজস্ব খাতে যুক্ত হলে সে টাকা রাষ্ট্রের কাজে লাগবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ সময়ের আলোকে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব হলো স্বর্ণগুলো জমা রাখা। তবে কেন্দ্রীয়

এরপর পৃষ্ঠা : ১১ কলাম ৭

আটক স্বর্ণ যায় কোথায়

● শাহীন হাওলাদার

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে আটককৃত স্বর্ণ ২১৩১ কেজি

স্বর্ণালঙ্কার ৮৪৬ কেজি

সরকারের উচিত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা : ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

প্রতিবছর সীমান্ত দিয়ে আর আকাশপথ হয়ে বিভিন্ন কৌশলে দেশে ঢুকছে কয়েক মণ স্বর্ণ। এর মধ্যে কিছু স্বর্ণ ধরাও পড়ছে। আবারও কিছু আটক বা জব্দ করা হচ্ছে। কিন্তু এসব আটক বা জব্দ করা স্বর্ণগুলো পরে কোথায় যায়? আটকের পর কেনইবা অজ্ঞাত কারণে মামলা করা হয় না? কেন মূল হোতারা বের হয় না? উদ্ধারের সংখ্যার ধারেও কেন নেই মামলার সংখ্যা? ফলে এসব বিষয়ে জনমনে উঠছে নানা প্রশ্ন। যেসব স্বর্ণ কাস্টমস কর্মকর্তাদের চোখ ফাঁকি

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ২

নিলামের অপেক্ষায় ৭৩ মণ সোনা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভোল্ট

জব্দকৃত বার ২ হাজার কেজির ওপরে

স্বর্ণালঙ্কার ৮শ কেজির ওপরে

● শাহীন হাওলাদার

অবৈধভাবে আসার পর বিভিন্ন সংস্থার অভিযানে ধরা পড়ছে স্বর্ণের বার ও স্বর্ণালঙ্কারের চোরাচালান। একদিকে মামলার জট অন্যদিকে নিলামে না তোলায় স্বর্ণগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে জমাই থেকে যাচ্ছে বছরের পর বছর। চোরাই হিসেবে আটক স্বর্ণ নিলামে বিক্রির বিধান থাকলেও মামলার আলামত হিসেবে আইনি বেড়াজালে বন্দি আছে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ। বিশ্লেষকরা বলছেন, জব্দকৃত স্বর্ণ বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে জমা থাকা উচিত নয়। সে সঙ্গে জব্দকৃত স্বর্ণের মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির মাধ্যমে নিলাম দেওয়া হোক। এতে একদিকে দেশের রাজস্ব বাড়বে অন্যদিকে স্থানীয়ভাবে স্বর্ণের সঙ্কট দূর হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম সময়ের আলোকে বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব হলো স্বর্ণগুলো জমা রাখা। তবে দিনের পর দিন জমা থাকা মোটেও সমীচীন নয়। অতিমাত্রায় স্বর্ণ জমা হলে এগুলো নিলামে দেওয়াটাই যৌক্তিক বলে মনে করি। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি মনে করে স্বর্ণ কিনে রিজার্ভে যুক্ত করবে

এরপর পৃষ্ঠা : ৯ কলাম ৬

গত ৪৯ বছরে বৈধভাবে কোনো স্বর্ণ আমদানি হয়নি

চোরাকারবারিদের ওপরেই নির্ভরশীল জুয়েলারি ব্যবসা

● শাহীন হাওলাদার

স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশে বৈধভাবে স্বর্ণ আমদানি হয়নি। চোরাকারবারি আর কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর দেওয়া স্বর্ণের ওপরই নির্ভর ছিল দেশের জুয়েলারির বাজার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বৈধভাবে স্বর্ণ বার ও স্বর্ণালঙ্কার আমদানিতে ডিলারশিপ দেওয়ার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না ব্যবসায়ীরা। অনুমোদিত লাইসেন্স নেওয়ার জন্য ডিলার

এরপর পৃষ্ঠা : ২ কলাম ৬

- **সাক্ষাৎকার কীভাবে প্রকাশ করা যায়?**

তথ্য সংগ্রহের একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল হচ্ছে সাক্ষাৎকার। কোনো ব্যক্তির সরাসরি কথোপকোথনের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গি, আশা আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করা যায়। একজন রিপোর্টার হিসেবে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অত্যন্ত ফলদায়ক। তবে কোনো পত্রিকা যদি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হাইলাইট করতে চায় তাহলে আপনার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি সেভাবেই নিতে হবে। যেমন কোনো ব্যক্তির জীবনী নিয়ে সাক্ষাৎকার ছাপাতে চাইলে শুধুমাত্র তার ব্যক্তিজীবনের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে হাইলাইট করতে হলে সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়ার কৌশল ভিন্ন হবে। নিম্নে আমার প্রকাশিত দুটি সাক্ষাৎকারের নমুনা প্রদত্ত হলো যা দেখলে আপনি আর্থিক সেক্টরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কৌশল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করবেন।

বাস্তবায়নযোগ্য ব্যাংক কমিশন গঠন করতে হবে

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর **ড. আতিউর রহমান** সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে সময়ের আলোকে এক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশগুলো পত্রস্থ করা হলো। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন সময়ের আলোর বিজনেস এডিটর **শাহনেওয়াজ** ও নিজস্ব প্রতিবেদক **শাহীন হাওলাদার**

Business Connect 9

The Business Post | Sunday, January 29, 2023 | www.businesspostbd.com

Two-decade chronicle of a CA's devotion, perseverance

- **সালতামামি নিয়ে রিপোর্ট লেখার নিয়ম**

সাল ও তামামি দুটি শব্দ মিলে সালতামামি। শব্দ দুটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। সাল মানে বছর আর তামামি হলো সমাপ্তি। অন্যান্য খাতের মতো ব্যাংক-বিমা খাতেরও সালতামামি রিপোর্ট করতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই বছরজুড়ে এ খাতের আলোচিত-সমালোচিত ঘটনাগুলো স্মরণে রাখতে হবে। বছর শেষে কিংবা নতুন বছরের প্রথম মাসে ফিরে দেখা বা সালতামামি নিয়ে এসব প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। নিচে দৈনিক সময়ের আলোতে আমার প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের নমুনা প্রদত্ত হলো :

ব্যাংক খাতে রেমিট্যান্স রিজার্ভের রেকর্ড

শাহীন হাওলাদার

করোনা সংক্রমণে বিপর্যস্ত সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামো। বাংলাদেশে সংক্রমণের তীব্রতা না থাকলেও অর্থনীতিতে ভয়াবহ চাপ পড়েছে। অর্থনীতির সঙ্কটের প্রভাব পড়েছে ব্যাংক খাতে। করোনা সংক্রমণের শুরুতে সাধারণ ছুটিতে সবকিছু বন্ধ থাকলেও ব্যাংকগুলো সীমিত পরিসরে খোলা ছিল। কিন্তু খোলা থাকলেও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেনি ব্যাংকগুলো। বিশেষ করে ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলো নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে। আর সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ছিল গড়িমসি ও নিয়ন্ত্রণহীনতা। যেসব গ্রাহক আগেই হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ফেরত দেয়নি তাদের বিপুল পরিমাণে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। অথচ বঞ্চিত হয়েছে এসএমই খাতের উদ্যোক্তা ও কৃষকরা। ছাড়ের কারণে ব্যাংকগুলোর অবস্থা খাতা-কলমে ভালো দেখা গেলেও প্রকৃত অবস্থা খারাপ হয়েছে। সঙ্কটকালে রেমিট্যান্সের উচ্চবৃদ্ধি ব্যাংকগুলোর তারল্য বাড়িয়েছে। বছরজুড়ে করোনার কারণে নীতিগত সুবিধা উপভোগ করছে ব্যাংক খাত। স্বাভাবিক নিয়মে ফিরে এলে ব্যাংকগুলো হঠাৎ বিপাকে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।

ফিরে দেখা ২০২০

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ সময়ের আলোকে বলেন, আগামী দুই-এক বছরে ব্যাংকের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হবে। ছাড় দেওয়ার কারণে যাদের খেলাপি হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি তাদের বিষয়টি তো আর বছরের পর বছর আটকিয়ে রাখা যাবে না। একসময় এসব ঋণ খেলাপি ঋণে চলে আসবে। তখন খেলাপি ঋণগুলো ব্যাংকের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, বড় ব্যবসায়ীদের কথায় দেশের অর্থনীতি

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

বিস্তারিত বিস্তারিত জানতে হলে শিরোনাম দিয়ে গুগলে সার্চ করেও দেখতে পারেন বা https://www.shomoyeralo.com/details.php?id=127220 লিখে ক্লিক করুন

আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন কিংবা প্রোগ্রাম কাভার কীভাবে করবেন?

আমি ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড (আইএমএফ) ও বিশ্ব ব্যাংকের ২০২২ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠান দুটির সদর দফতরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদেশের মাটিতে এসে সাংবাদিকরা কীভাবে নিউজ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে তা সরাসরি না আসলে

সত্যিই মিস করতাম। প্রতিদিন বিভিন্ন সেমিনার থাকতো যেসব দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রোগ্রাম হতো সেসব দেশের সাংবাদিকরাই তা প্রকাশে ব্যস্ত হয়ে পরতো। সাংবাদিকদের জন্য আইএমএফের মিডিয়া সেন্টারটি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত থাকতো। কোন প্রোগ্রাম সূচি কিংবা নানা তথ্য সরবরাহের জন্য আইএমএফ এর সদর দফতরের মিডিয়া সেন্টারে মিডিয়া উয়িংয়ের কর্মকর্তারা নিয়োজিত ছিল। যেকোনো বিষয়ে সহযোগীতা চাইলে তারা তা প্রদান করতো। আনন্দের বিষয় হলো বাংলাদেশ বিষয়ে আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের কয়েকটি ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের পত্রিকা অঙ্গনে আমি প্রথম ব্রেকিং দিয়েছি।

সত্যি কথা বলতে আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের প্রতিবেদন লেখা ও তাদের দক্ষতা-অভিজ্ঞতা শুনে নিজেকে খুবই নগণ্য মনে হলো। তারা যেভাবে সাংবাদিকতা করে তার কিয়দংশ সাংবাদিকতাও করেছি কিনা সন্দেহ। তবে বিদেশের মাটিতে বসে আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারাটা সত্যিই আনন্দের। এভাবেই তথ্যের সন্ধানে দেশ-বিদেশ ঘুরে হয়তো কিছু পরামর্শ দিতে পারবো যা হয়তো আপনার সাংবাদিকতা জীবনে কিছুটা সহায়ক হবে।

প্রথমত বিশ্ব ব্যাংক ও আইএএমএফ এর নিয়মিত ব্রিফিংগুলো দেখবেন। অনলাইনের যুগে বিস্তারিত না বললেও হবে। প্রতিষ্ঠানটিতে আপনার মেইল আইডি সংযুক্ত করে কিংবা ওয়েবসাইট ঘুরে নিয়মিত ব্রিফিং দেখবেন এবং প্রয়োজনে পত্রিকায় কাভার করবেন।

বর্তমানে অর্থনীতি বিষয়ক অনেক জাতিয় দৈনিক পত্রিকা কিংবা অনলাইন পোর্টাল সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক সাংবাদিকতা পেশায় যাদের আগ্রহ রয়েছে এসব পত্রিকার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেমন, সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক কিংবা প্রধান প্রতিবেদকের মাধ্যমে অনেক নিউজ আইডিয়া পাবেন। তারাই আপনাকে দক্ষ করে তুলবে, নিত্যনতুন নিউজের আইডিয়া দিবে, নানা অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করতে দিবে। বিশ্ব ব্যাংকের নিয়মিত ব্রিফিং কাভার করতে বলবে। যদি স্বশরীরে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ করতে চান তাও করতে পারেন। বিশেষ করে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভা, কিংবা বসন্তকালীন সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসভায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে মিডিয়া কাভারেজ দিতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে আমন্ত্রণপত্র ও ভিসা নিতে হবে।

আমার দেশের পত্রিকায় প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছি সেহেতু পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী আমি নিজ দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট

প্রোগ্রামগুলোতে অংশ নিয়ে কিছু প্রতিবেদন দেয়ার চেষ্টা করেছি। তবে আপনি চাইলে আন্তর্জাতিক ইস্যু নিয়েও প্রতিবেন দিতে পারেন। তবে আমার সময় বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতি ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং খাদ্য সংকটের বিশয়ে আইএমএফ সতর্কবার্তা, বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের কাছে ১ বিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা, রিজার্ভ থেকে শ্রীলঙ্কাকে ২০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ পরিশোধ নিয়ে শ্রীলঙ্কা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের বৈঠকসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিবেদন দেয়ার চেষ্টা করেছি। কয়েকটি প্রকাশিত প্রতিবেদনের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

IMF, WB warn global crisis will get worse

Shahin Howlader from Washington

The World Bank (WB) and the International Monetary Fund (IMF) have warned that the ongoing global crisis will get worse over the next few years.

By the end of this year, the growth of the global economy will decrease to 3.2 per cent which is expected to slow further in 2023. However, inflationary pressures may ease in the coming years.

The matter was discussed on the second day of the 2022 annual general meeting of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank held in Washington DC, the capital of the United States.

According to the World Bank-IMF forecast as countries grapple with the fallout from Russia's invasion of Ukraine, spiralling cost-of-living and economic downturns.

The world economy has been dealt multiple blows, with the war in Ukraine driving up food and energy prices following the coronavirus outbreak while soaring costs and rising interest rates threaten to reverberate around the globe.

This recession of the economy will be more pronounced in the coming year. The growth rate of the world economy will decrease from 6 per cent in 2021 to 3.2 per cent which will further decrease to 2.3 per cent in 2023.

At this time, the growth of the developed world including Europe and America will decrease.

In response to the question of what will happen to Bangladesh in the coming days, World Bank Vice President Junaid Kamal Ahmad told "The Business Post" that if a country's growth slows down due to an economic shock, the poverty rate will increase.

"The amount of money reaching people should rise. Bangladesh is still

PAGE 7 COLUMN 5

Bangladesh seeks $1b in budget support from WB

$4.5b loan discussion with IMF fruitful, says Bangladesh Bank governor

Shahin Howlader from Washington

Bangladesh has sought $1 billion in budgetary support from the World Bank (WB), including $250 million assistance as Development Policy Credit (DPC) for the second instalment and new $750 million for Green, Resilient, and Inclusive Development (GRID).

Bangladesh Bank (BB) Governor Abdur Rouf Talukder made the disclosure at a press conference after the annual meeting of the International Monetary Fund (IMF) and the WB held in Washington DC on Friday.

The discussion over the $4.5 billion loan from IMF's Resilience and Sustainability Trust (RST) has been fruitful and placed at the concerned high officials' table, he said.

The RST helps low-income and vulnerable middle-income countries build resilience to external shocks and ensure sustainable growth and contribute to their longer-term balance of payments stability.

The governor said the discussion with both organisations was fruitful and they hope the procedures will move forward when the concerned officials of WB and IMF come to Dhaka.

Meanwhile, the WB has formed a fund worth $170 billion for partner countries to combat economic strain and exigency, said WB President David Malpass at the meeting's closing ceremony on Friday.

He said they plan to provide assistance from the fund in the next 15 months to combat financial and economic instability. Out of the total, he added, $30 billion will be spent to secure food production.

Coherently, the IMF will also provide $6 billion in financial assistance to the private sector to ensure food security.

Malpass said development activities in different countries not only have halted but also are going the opposite way.

IMF Managing Director Kristalina Georgieva echoed his concerns, saying that world leaders are leading the world into a big crisis. There was no pressure regarding interest rates and there was global peace even two years back.

But now the world is going through an unprecedented uncertain situation, she said.

Geopolitical hardship and conflict are pushing the world towards unhealthy conditions, she stated, adding that the WB and IMF will continue providing financial aid to battle the global economic crisis.

পরিসমাপ্তি

বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ব্যাবসায় জগতে ব্যাংক ও বিমা খাতের আর্থিক অবস্থার পরিস্থিতি গ্রাহক কিংবা বিনিয়োগকারীদের জানা খুবই জরুরি। একজন অর্থনৈতিক সাংবাদিক হিসেবে পাঠকের মাঝে বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিবেদন দিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব। এই কঠিন কাজটি করতে হলে আমাদের ব্যাংকিং সূচক জানা যেমন জরুরি তেমনি কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, ডাটা সংগ্রহ, অর্থনৈতিক ডাটা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন আকারে তৈরি করার কৌশল জানাও জরুরি।

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত থেকে ব্যাংক-বীমা কোম্পানির নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা সত্যিই দুরূহ ব্যপার। আমি মনে করি, ব্যাংক-বিমার নিউজ করতে হলে প্রথমেই আপনাকে এ খাত সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে। যারা অর্থনীতির ছাত্র তাদের এ ধারণা অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হয়ে যায়। তবে অন্যরা যারা এ বিট কাভার করে তারা এ খাতের নানা সূচকগুলো দেখে তারাও করতে পারে। ব্যাংক-বিমার নানা সূচকগুলো বুঝতে হবে, নিয়মিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারগুলো বুঝতে হবে এবং নিউজ করতে হবে। এসব সার্কুলার থেকেও কোন সময় বড়ো কোন নিউজের আইডিয়া পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সবগুলো বিভাগ সম্পর্কে জানতে হবে। কোন বিভাগে কি তথ্য পাওয়া যায় তা জানতে হবে। নিয়মিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে হবে। কোন সময় কি সার্কুলার প্রদান করে তা জানতে হবে।

একইভাবে বিমা সেক্টরের নিউজ করতে হলেও বীমা খাত সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইডিআরএ সম্পর্কে জানতে হবে। মনে রাখবেন একজন সাংবাদিকের সোর্স পিয়ন থেকে শুরু করে যেকোনো ব্যক্তিই হতে পারে। সুতরাং সবার সাথে তথ্য পাওয়ার জন্য যেরকম সম্পর্ক করা দরকার সেরকম সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ব্যাংক ও বিমা খাতের নানা ডাটা এনালাইসিস করতে হবে, অফিসকে নিউজ আইডিয়া দিতে হবে একই সাথে বসদের কাছ থেকেও নিউজ আইডিয়া নিতে হবে। তবে ভালো রিপোর্ট করতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এর কর্মকর্তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখতে হবে। তারাই হলো নিউজের মূল সোর্স। ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে গোপনীয়তা রক্ষা করা। সুতরাং ব্যাংকাররা গোপনীয়তা রক্ষা করবে এটাই স্বাভাবিক। কোনো কর্মকর্তারাই চাইবে না উপযুক্ত তথ্য দিয়ে তাদের চাকরি জীবনের সমস্যা হোক। এক্ষেত্রে সোর্সদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে ব্যাংকের নানা অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে।

সমাপ্ত